বাউলের সুর—একতালা।

এত (কত) ভাল বাস, থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি ধর্‌তে ন্নারি, দুটি হাত বাড়ালে॥
ছিলাম যখন মা'র উদরে,
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে,
হায় রে, তখন আহার দিয়ে,
বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে॥
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম,
হায় রে; মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে॥
দিলে বন্ধু বান্ধব দারাসুত,
ও নাথ সে সব কৌশল তোমারি ত হায় রে;
ও নাথ ধন ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলেম তোমার দয়া বলে॥
ও নাথ তোমার দয়ায় সকল পেলেম,
কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় রে;
তুমি কোথায় থাক, কেনে এসে,
আমি কাঁদলে কর কোলে॥
আমি কাঁদ্‌লে বসে হতাস হ'য়ে,
তুমি চো'খের জল দেও মুছাইয়ে হায় রে;
আবার কথা কয়ে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দাও বলে॥

ও নাথ দেখা নাহি দেবে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার হায়
ও নাথ তবে কেন শাকের ক্ষেত
তুমি দেখালে কাঙ্গালে ॥ ১৪১৯
হরিনাথ মজুমদার।

আর কত দিন রবে, মা গো আর্শির মাঝে বসে আর।
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে,
ও মা আমায় দেখা দাও একবার ॥
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে,
আমার প্রয়োজন যা'তে, (মরি হায় রে)
লুকা'য়ে দাও দেখিনে চক্ষেতে,
ও মা এই বড় দুঃখ আমার ॥
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায়, (মরি হায় রে)
আমি সেই রূপ দেখিনে তোমায়,
সদায় দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদে আমার ॥
ও মা অবোধ বালক কভু যদি আর্শি হাতে পায়,
তা'তে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধর্‌তে আপনায় না পায় কেঁদে গড়ায়,
মা সেই দশা হ'য়েছে আমার ॥
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে মা আর্শির আড়াল,
একবার কোলে নে ছাওয়াল (মরি হায় রে)

মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল,
সে যে জনমে দেখে নাই হায়॥ ১৪২০

হরিনাথ মজুমদার।

[নদীর প্রতি।]

"তরু বল রে বল"—সুর।

নদী বল রে বল, আমায় বল্ রে।
কে তো'রে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কা'র প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে;
ও রে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদী)
ও রে, সেই নাম আমায় একবার বল,
দেখি আমার হৃদিস্থলে,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে॥
কা'র ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে [illegible] শব্দ কল কল রে;
[illegible] রে নদী)
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে॥
[illegible]গুঞ্জন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
[illegible] তরঙ্গে তুমি কর টল মল রে।
[illegible] নেচে ছুটে বেড়াও [illegible]

সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
মরি রে তোমার স্বভাব, শক্তি কি অটল রে ;
তুমি ঘৃণা ক'রে না দেও ফেলে (মরি হায়, হায় রে নদী)।
যত সড়া মড়া কর কোলে, ক'র্‌লে পরশ তোমার জলে,
অঙ্গ হয় শীতল রে ॥
যে স্মজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমারি নীরে,
তাই নদী তোমার তীরে, দেখি শ্মশানস্থল রে,
ও রে, যোগী ঋষি আদর করে,
ও রে, তোমার তটে সাধন করে,
শুয়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মূঢ়মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে, মূত্র আর মল রে,
ও রে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব,
তুমি মায়ের মত সম্বর সব,
কাঙ্গালের ভব-বান্ধব, শ্রী[illegible] গঙ্গাজল রে ॥ ১৪২১
হরিনাথ মজুমদার।

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

শুন শুন এ ত জান ভেয়ের বাড়া বন্ধু নাই।
অধিক কি বলিব বল প্রাণের অধিক ভাই
হঠাৎ [illegible]নে বিপদ হ'লে, [illegible] ডাক ও ভাই
[illegible]ক পিতার ছেলে তাইরে

...জেছে হাহাকার,
...'য়ে সুধা তাই সুধাই।
যত্ন করে লয়ে কোলে,
... পা'বে পিতার ঠাঁই ॥ ১৪২২
বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

অনাথিনী দীন দুখিনী দ্বারে দ্বারে কেঁদে যায়।
মুখ তুলে তা'র পানে ভুলে কেহ নাহি ফিরে চায় ॥
উদরে নাহিক অন্ন ... বসনশূন্য অপ্রসন্ন,
বিবর্ণ হয়েছে বর্ণ জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ কায় ॥
থাকতে ধনী ভাই ভগিনী, কেউ না হয় দুঃখভাগিনী,
কষ্টে কাটে দিন যামিনী, একি চক্ষে দেখা যায় ॥
যা'র আছে তা'র আরো দাও,
যা'র নাই তায় না ফিরে চাও,
কোন্ বিচারে একলা খাও সবাই ভাগী আছে যা'য়।
ধিক্ ধনে ধিক্ মানে, ধিক্ মনে ধিক্ জ্ঞানে,
ভগ্নী বেড়ায় বনে বনে তুমি রাজ-অট্টালিকায় ॥
আছে যা'র দয়াশীলতা, দানে কর সার্থকতা,
পরিতুষ্ট হবেন পিতা সন্দেহ কি আছে তায় ॥ ১৪২৩
ঐ

ইমনী—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।

নাম ধ'রে যখন ...

স্থধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি,

প্রেম করে যে যা বলে

শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক

যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত

সকল ভাষার গুরু তুমি তোমার কাছে না ... বিচার।

তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,

সকলের পিতা তুমি সবাই পালিত তোমার কোলে,—

তোমার ভক্ত যে সেই তোমার পিতা,

সেই তোমারি জন্মদাতা,

নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার ॥

১৪২৪ বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী স্থর, ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

প্রেম বিনে কি সে ধন মেলে।

জগৎ স্বষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে ॥

জ্ঞান-আলোকে দেখবে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে,

আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোন আঁধারে ঘুরে ম'লে।

প্রেম বিনে তা মিলবে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে,

তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে

প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়,

প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে,

... সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য,

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ওরে প্রেম ল'য়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে।
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
ধরা পড়েন প্রেমের কলে॥ ১৪২৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

[সংসার ও ধর্ম্ম।]

তাল—তেওট।

করে দেও হে নাথ! সংসার ধর্ম্মের সম্মিলন।
করি একত্রে [illegible]॥
[illegible]থন সংসারে করব বাস,
হয়েছি তোমার দাস, এই করে বিশ্বাস,
সংসার-মাঝারে, হেরব তোমারে,
করব অন্তর বাহিরে তোমায় দরশন॥ ১৪২৬

কুঞ্জবিহারী দেব।

জংলা—ঠুংরি।

প্রেমসিন্ধু হে! প্রেমময়! এই ভিক্ষা চাই।
যেন হে নাথ! প্রেমার্ণবে, আমি [illegible]ব সাঁতার ভুলে যাই।
যাঁ'রা ডুবে তলিয়ে গেছেন, যেন তাঁদের কাছে যেতে পাই।
যেন দিবা বিভাবরী আমি নিমেষের মত কাটাই॥ ১৪২৭ ঐ

[হিন্দী।]

সুম খাম্বাজ—ঠুংরি।

সাধু সজ্জন কো সৎসঙ্গ মিলে,
সব সচ্চিদানন্দকি কৃপা ভ্যায়েঁ।

সাধু বিনা রাহা কোনে বাতাওয়ে
যোহি খবর নাহি গ্রহন মে।
সাধু-সম হিতকারী ন কোয়ী,
মাতির পিতর মিতর কি ভায়ী,
অন্ধা কো লোকে, চোর সমুজে,
প্রভুচরণাম্বুজে, [illegible]কো মিলায়ে ॥ ১৪২৮

কুঞ্জবিহারী দেব।

[মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারামের গীত।]

(বাবু সত্যেন্দ্র [illegible] অনুবাদিত।)

ভক্তিভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন।
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন।
নম্র হও, থাক সদা সাধুপদচ্ছায়,
কাণ পাতিও না কভু পর-চরচায় ॥ ১৪২৯

তুকারাম।

হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণগান [illegible] করি প্রাণ খুলি।
আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্ল্লভ জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ ॥ ১৪৩০ ঐ

[হিন্দী গীত।]

ভয়রো—কাহ্নপা।

মনোয়া ভজ লে সীতারাম।

ভজ লে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপ্‌তে নাম ;
দিন গিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়া যো নাম।
রাম-গড়কে বৈঠে রামজি, সবকি মুজরা লিজে।
যো য্যাচা নকরি করেগা, উনকু ত্যায়ছা দিজে।
লায়কা বালা লালন পালন, তেনকি দুধ পিওলায়ে।
মরণকালে শরণ লেকে, বাবা কয়্ বোলাওয়ে॥
এক নর ভুলে, দু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার।
জান শুনকে যো নর ভুলে, উনকে নাহি পার॥ ১৪৩১

তুলসীদাস।

গুরু ভজ্‌লে মন, হরি ভজ্‌লে মন,
ও রে দেহে গুরু ভজলে মন।
য্যাছা গুরু ত্যায়ছা চেলা, ত্যায়ছা হ্যায় সঙ্গ।
ঘটমে রয়কে সব ঘট ব্যাপে, চিনতে নেই কোন জন॥
থোড়া দিনকি জিন্দিগীয়ে মনা, ভবে আয়া একা।
ইয়ে জিছিমকা কুছ নাই ভরসা, আয়া কি না আয়া॥
উল্‌টা বাঁশের বাঁশী কিয়ে মনা, গুছিমে আজব রং।
কি না বাজন বাজে রে মনা, জানতা সাধুজন॥ ১৪৩২

অজ্ঞাত।

কালেংড়া—ঠুংরি।

হরি সে লাগি রহো রে ভাই।
কেরা কেরা বনত বনি যাই॥

আরে, তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই।
অন্ধা তারে, বন্ধা তারে, তারে সুজন কশাই॥
সুয়া পড়ায়াকে গনিকা তারে, তারে মিরা বাই।
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বাণিয়া বয়েল চরাই॥
এক বাতকে টাণ্ঠ্যা লাগে, খোঁজ খবর নেহি পাই,
য্যায়সি ভক্তি কর ঘর ভিতর, ছোড় কপাট চতুরাই।
সেবা বন্দী আওর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞি॥

১৪৩৩ অজ্ঞাত।

পাহাড়ী—আদ্ধা।

মোকা কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, ম্যয়তো তেরে পাশ মো,
হোঁয়ে মো ঝগড়ি বিগড়ি, ন ময় ছুড়ি গড়াস মো,
ন হোয়ে মো খাল রোমমে, ন হাড্ডি ন মাস মো।
ন দেবল মো ন মাসজদমো ন কাশী কৈলাসমো,
ন হোয়েঁ ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোয়েঁ মে ক্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো,
খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পলভরকে তলাস মো।
সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো,
কহত কবীর শুন ভাই সাধু (স্বান্ত)
সব সন্তান কি সাথমো॥ ১৪৩৪ কবীর।

[সরস্বতীর প্রতি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে,

চরণকমলে লেখা, আধ আধ রবি রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা মূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙ্গো ভাঙ্গো ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্ন-রূপিনী উনি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙ্গাচরণ দু'খানি রাখ হৃদয় কমলে॥ ১৪৩৫

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

কালেংড়া—ঠুংরি।

তন্‌মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুখে প্রেমকে বাণী,
কহে কবীরা শুন ভই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।
মানকা ফিরাকে জনম গোঁয়াই না গোয়া মনকা ফের,
হাতকে মানকা ডারকে আব মনকে মানকা ফের।
মালা ফেরাকে হরিকো পাওয়ে, মায় ফেরাওয়ে ঝাড়,
জেড়া পাথর পূজকে হরকো পাওয়ে, হাম পূজে পাহাড়।
গাই দোহাকে কুত্তা পালে, বাছুর মরে ভূঁকা;
কনবিওঁকে কোরমা পোলাও, বাপকে নিয়ে ঝুখা।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠে বিকায়;
সতীকো না মিলে রুটী, গস্তানী কাচ্ছা খায়।

সতীকো না মিলে ধুতি, গন্তানী পরে খাসা ;
কহে কবীরা দেখ ভাই সাধু দুনিয়াকি তামাসা।
বেহারি হোকে মাকো মারে, ঠাঁহারে পুত নেহারে॥
পুত পুত বলি মা ফুকারে, (ফের) পুত দোহাতে মারে।
যেছ কোলা গিমাকো মারে, সে আর অভিলাষী,
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি।
ঘরকি জরু প্রেম না পাওয়ে, পিত লাগাওয়ে দাসী ;
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি॥ ১৪৩৬

কবীর।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল ;
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়।
প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয়॥
ভবের ভাব বোঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
যথাক্রমে বার বার হয় আর লয়।
কত ভূত হ'লো ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হ'তেছি বিস্ময়॥
ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, ভূতে ভূত হয় ধ্বংস,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময় ;
সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয়॥ ১৪৩৭

৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

[জীবন-যাত্রা বাঁশবাজি।]

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে,
ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে।
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে সারে বার,
যেন মাথার কল্‌সী ও রে [illegible]ন—
যেন ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে, পা[illegible]স পাটা সরে।
আত্মারামের দোহাই [illegible]র ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ ভয়ে, তো[illegible] লাগবে শমনেরে॥ ১৪০৮

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[বাসনা-নদীর পার।]

ময়ূরপঙ্খীর সুর—খেমটা।

যায় [illegible] বাসনা-জলে, মন-তরি আমার।
ভবকাণ্ডারী হে [illegible]
হে লোভ-মেঘে, ক[illegible]-ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্র[illegible]ছে বিস্তার।
তাহে তরি টলে বারে বার॥
হে স্বার্থরূপ-পাষাণ-চড়াতে, খাইয়ে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকার [illegible]কার।
জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তার॥

হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকনা জলে ঘুরায় অনিবার।
তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার॥
হে শোচনা-কুম্ভীর ক্ষোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তা'রা করিছে আহার।
হই সারা তাহে একেবার॥
হে করুণা-বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা [illegible] দেও প্রভু চরণে তোমার।
ভবক [illegible] র পার॥ ১৪৩৯

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[জগতের ভালবাসা।]

কালেংড়া—খেম্‌টা।

যদি চাস্ মন জগতের ভালবাসা পে[illegible]
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগৎ-মাঝেতে
বিতরি প্রেম-রতন, [illegible] চৈতন্য।
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হ[illegible] ভূতলেতে॥
পর্শিলে পরশমণি, [illegible] [illegible]নি,
প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি স্পর্শে যা'র, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তা'র তুলনা চাঁদেতে? ১৪৪০ ঐ

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি দৈবী; সুখসম্পদ সব।
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক আর সুকৃতি,
খণ্ডি পাপাচয়, নাশ কালভয়,
পার কর দীনে মোহময় ভব॥ ১৪৪১

—— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিপাকে পড়িয়ে হরি যাব কার দ্বার।
অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার॥
অন্তর বাহিরে যার, ভ্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি সুখ তার অনিবার;—
যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসারসঙ্কটে বিভু তোমারই চরণ সার॥ ১৪৪২ ঐ

বসন্তের সুর—ঠুংরি।

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন॥
জয় কালীয়দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, যদুকুলনন্দন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংসদৈত্য নিপাত, মধুসূদন।

জয় গোবিন্দ রমেশ,কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, স্মরমোহন ;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল, মুকুন্দ নৃপাল, ব্রহ্ম সুরপাল, পীতবসন ॥
জয় গিরিচক্রধারী, বিপিনবিহারী, শার্ঙ্গ পাণি হরি খগবাহন ;
জয় শ্রীনন্দসুত, যশোদাসুত, পরম-পূত হাস্যবদন।
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গকায়, অদ্ভুতমায়, জগরচন,
জয় কল্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ ॥
জয় কৌস্তুভভূষণ, শঙ্খধারণ, পুতনাঘাতন, কেশীমর্দ্দন ;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর অভিলাষ, যাচি শরণ,
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি করযোড়, মাগি চরণ ॥

——— ১৪৪৩ তপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারোয়া—একতালা।

দীন বন্ধু হে ;—
সেই দিন দেখবো তোমায় কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিনে শমন রাজা মোরে,
শমন জারি করে, কোন ফেরে,
ঘোরে দ্বারে বদ্ধ হে আমি।
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে (একবার)
ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।
হরি তুমি অতি সৎ আমি হে অসৎ,
অসৎসঙ্গে বসত, অসৎগামী ;

এখন যেরূপ নিরন্তর হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর, অন্তরযামী।
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি ভারত ভূমি;
কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী॥ ১৪৪৪

গোবিন্দ অধিকারী।

খাম্বাজ—খেমটা।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজো পাবে চৈতন্য।
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, স্বস্বত্বেতে ধন্য।
প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোঁসাই গুণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহন্ত, সাত মহাদান্ত;
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস পূরাও অভিলাষ,
ঘুচাও অভিলাষ, অন[illegible]বাস, দেহ শ্রীপদে বাস;
দাসের এই আশ্বাস, তব দাসের দাস,
কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥ ১৪৪৫ ঐ

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কালী কল্পতরু উদয় কর হৃদয়-কন্দরে,
মম মানস সতত পদকমল বন্দ রে॥
মম মানস-জবাদলে, দিয়ে ভক্তি-চন্দন,
পূজিলে পদ, যাবে বিপদ, রবে না মায়াবন্ধ রে॥
অবশ্য তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে;
স্ত্রীপুত্র বান্ধব যত পথের সম্বন্ধ রে॥
দেহ কর নৈবেদ্য আগে, বাদ্য কর বুদ্ধি রে,
ছয় রিপুকে দেহ বলি, জ্ঞান-তীক্ষ্ণ অসি ধরে,
বৈরাগ্য দিবে জ্বালিয়ে দীপ, দেহ না আনন্দ নীরে;
আশা অন্নে ভোজ্য দিয়ে, শ্রদ্ধা দিবে গন্ধ রে॥
তবে সে তারিবে তারা পূজিলে পদদ্বয় রে,
তিলার্দ্ধ ক্রম হয় না ভ্রম বলিছে রামসুন্দরে॥ ১৪৪৬

৺ রামসুন্দর সিংহ চৌধুরী।

মনোহরসাই—দ্বয়।

আমায় বাঁধিস্ নে মা নন্দরাণী,
তুচ্ছ ননীর তরে বন্ধন কল্লে, আহা মরি যায় গো প্রাণী।
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুচ্ছ একটু নবনীর কারণ, শুধু [illegible] জননী গো করিলে বন্ধন,
বন্ধন জ্বালা সহে না মা যায় জীবন,
মাগো আমি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
তোমায় কাঁদতে হবে বনে বনে,

তুমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো),
কে তোমায় বল্‌বে জননী ॥
যত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,
মাগো কার মায়ে কারে মারে বন্ধন ক'রে ;
(মাগো) পুত্র শত্রু হলে পরে, (ও গো মা নন্দরাণী)
কি তারে বেঁধে মারে,
তোর চরণে এই ভিক্ষা চাই,
ধড়াচূড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,
মাগো, যমুনা পার হয়ে যাব,
(আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,
আমি পরের মাকে মা বলিব,
ভিক্ষা করে খাব ননী, (ছেড়ে দে মা নন্দরাণী) ॥
তুই তো গো মা বড়ই পাষাণ,
পরের কথায় বেঁধে মার আপনার সন্তান,
(মাগো) ত্রিভুবনে পাষাণী নাই তোর সমান ॥
(মাগো) আমার বড় দুরদৃষ্ট, সহে না মা এত কষ্ট,
(মাগো) এখন বিদায় দেও আমারে,
আমি ধরি তোর চরণ দুখানি ॥
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমায় বাঁধিস্‌নে মা নন্দরাণী) ॥ ১৪৪৭

অজ্ঞাত।

[রাজা রামমোহন রায় রচিত "মন একি ভ্রান্তি" গীতের উত্তর।]

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।

সর্ব্বত্র পূরিত রায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ী, কর গো নিস্তার।
জড়জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার॥ ১৪৪৮

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

[রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ৺ কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন" গীতের উত্তর।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিরে আপন,
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন।
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখি দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার,
চিন্ময়ী-চরণ-চিন্তা, সংসার বন্ধন॥ ১৪৪৯ ঐ

[রাজা রামমোহন রায়ের "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গীতের উত্তর।]

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধ নীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর॥

কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদী পুত্রজায়া,
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর।
কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর॥ ১৪৫০

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

[ক্ষ্যাপার প্রতি।]

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন্ কাজে দিবানিশি,
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
তোর নাই অবসর নাইকো দোসর ভবের মাঝে.
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানা কাজে!
ওরে তুই, কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে!
এযে বিষম জ্বালা, ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল ক'রে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
ওরে তুই কি এনেছিস্, কি টেনেছিস্ ভাবের জালে।
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোন কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া রয়েছ কোন নেশার ঘোরে!

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আবেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে।
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে!
মিছে তুই আছিস্ জাগি তারি লাগি না জানি কোন্
আশার জোরে।
ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে॥ ১৪৫১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[ব্রাহ্মবল্লভীদিগের গীত।]

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

কালী কৃষ্ণ গড্ (God) খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কালী গড্ খোদা বলো রে॥ ১৪৫২ অজ্ঞাত।

[কর্ত্তাভজাদিগের গীত।]

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে ক্ষেপা, বেড়াস্ একা, চিন্তে নারবি ধরবি কি।
কালার সঙ্গে বোবার কথা কয়,
কালা গিয়া শরণ মাগে কে পারে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্মকথা ব'লবো কি॥
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,

জেয়াস্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায় ;
সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি ॥
১৪৫৩ অজ্ঞাত।

শিব-সঙ্গীত।

[বৈদ্যনাথের প্রতি।]

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ।
অনুপান, গুণগান, নিদান বিহিত মত ॥
যার থাকে কর্ম্মভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব-রোগ,
হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ॥
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র ;
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ॥
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড় খণ্ডে তব বাস,
পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাত ॥
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সৃজিত ঔষধ,
যাহি জগৎ আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥ ১৪৫৪
রূপচাঁদ পক্ষী।

ইমন—কল্যাণ।

নমো নমো শশাঙ্কশেখর, নমো বাঘাম্বর ;
নমো নমো বৃষভ বাহন।
নমো গঙ্গাধর, নমস্তে শঙ্কর, নমো নমো বিভূতি ভূষণ।
শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো নমো মদন শাসন।
রজত ভূধর, জগৎ ঈশ্বর, ফণীভূষা শবাসন।

নমামি ঈশান, বাদন বিধান, নীলকণ্ঠ নমো নমঃ।
অতি দীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম॥ ১৪৫৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[ব্রজভাষার সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রঘুবর রাম কহ ভাই।
এ জগমে আর কেহ নাই॥
এ কলি কলুষ ঘোর, ক্যা করগো ভাইয়া তোর,
সজোরসে কর সোর, কহ রঘুরাই॥
বিশামিত্রকে চিত, করদিয়ো মোহিত,
তারকা রাক্ষসী মারি, পাঁও পরশি তোরি,
কাঞ্চন কাঠ তরী, পাষাণ মানব্রি ভাঁই॥
জনক জীউকে কোদণ্ড, করদিয়ে খণ্ড খণ্ড,
ভুজদণ্ড পাবাও ভাগাই;
শ্রীসীতা জীউকর করি, বর মাল্য গলে ডারি,
নারীকুল মঙ্গল গাই॥
পিতা সত্য কারণ, চৌদ বরষ বন,
পঞ্চবটীমে পুন, সীতা খোকাই;
পক্ষিবর জটায়ু, সন্দেশ বাতায়ু,
মরকট ঠাট ভিড়াই।
পবনকে নন্দন, ভেজি অশোক বন,
সীতকে দরশন পাই;
ধন্য ধন্য ধনুর্ধারী, রাবণ-নিধনকারী,
সুর নর তোর গুণ গাই॥

সদা কহ রাম রাম, তারক ব্রহ্মকে নাম,
দেহজি তুলসী দাম, পিঞ্জার বানাই,
পাঁচ রঙ্গ ফুল আকে, ঝালর বনায়েকে,
খাড়ে হিলাও সুখে, পঞ্ছি বাতাই ॥ ১৪৫৬

———— রূপচাঁদ পক্ষী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

লও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে;
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ।
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী॥
স্নান-তীর্থ নাই দেখি, চিত্ত-তীর্থ সদা সুখী!
ধন মান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী॥ ১৪৫৭

———— ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র।

ক্ষীরোদ সিন্ধুনীরে, নিরোদ মাধুরী,
নীল জলে, নীল তনু, নীল লহরী॥
ফুল্ল বন, ফুল দল, দুল্‌ছে চারু গলে,
চঞ্চলা চপলা যেন, জলদ কোলে,
পীত ধড়া, বাঁকা চূড়া, কি শোভা হেরী॥ ১৪৫৮

———— অজ্ঞাত।

আলাইয়া—খং।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে॥
দিবা নিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারিনে।

কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা না পায় তারা,
দীনজনের বন্ধু (ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী) আমি
সকলে জানে॥ ১৪৫৯ অজ্ঞাত।

ধ্রুপদ।

খট্‌—ঝাঁপতাল।

বেদ্যাধর রে বেদ্যাধর গুণিয়া না সেঁা,
কারিয়ে গুণা চরনকে লরায়ে লরিয়ে।
যো গুণি গাবিদেতা, কুছু আনা কহিয়ে,
দণ্ডরে গুণিকে চরণ গাহিয়ে।
মেরো তেরো নেওয়া নিরঞ্জনকে আগে,
চতারা ভাওয়ারা ওয়ি ঠোরা ধরিয়ে,
গুণা কওনা আগে গুণিকো জী লাগে,
কাহে প্রভু তানসেন তান তেরে॥ ১৪৬০
তানসেন।

[কর্ত্তাভজার গীত।]

সতীমার ভজন।

আরে তোর দিল্‌কা ভিতর, আরে তোর দিল্‌কা ভিতর,
সোণার কেতাব, নয়ন বাগানখানা, আরে তোর দিল্‌কা
ভিতর।
যে মজেছে, সেই পেয়েছে, আর মজে নয়নে (ক্ষেপা মন
শোন্‌রে)।

ও তোর ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ছা গেছে
তার উড়ে, রে ভাই ছা গেছে তার উড়ে ॥
আস্‌মান জোড়া ফকীর রে ভাই জমিন জোড়া কাঁথা,
আবার সেই ফকিরের ফউজ ম'লে কবর হবে কোথা ॥
(রে তার দিল্‌কা ভিতর) ॥ ১৪৬১

— আনন্দচন্দ্র দাস।

ওমা সতী, কুমতি ঘুচাও আমার এই বারে।
আমি হয়েছি পরাধীন, কিসে যাবে দিন, ঘুচাও কুদিন,
এখন দীনের দিন তোমা বই কে নিস্তারে।
তুমি পিতার মা, পুত্রের মা, জগতে বলে মা, তুমি
আমার মা,
এখন মা বলে ডাকে জগৎ সংসারে ॥ ১৪৬২ ঐ

—

সুরট মল্লার—একতালা।

দিন গেল রে বীণে ডাক্‌রে বীণে মধুর রবে,
শ্রীহরি ধন বিনে বীণে, রবিনে আর অন্ত রবে।
কর্‌রে বীণে উপাসনা, কর্‌বিনে আর কুবাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, ভবিভনয় দূরে যাবে ॥
(ওরে) না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে।
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে,
দীন হীন গোবিন্দের যেন, যেতে হয় না ঘোর রৌরবে ॥ ১৪৬৩

— গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার।

[বুদ্ধদেব।]

ধাম্বি মিশ্রি—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই, কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর;
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে;
চারি দিগে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হোলো,
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।
করহে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন।

কে আছ চেতন ঘুমাও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ, হওহে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায় ;—
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ ১৪৬৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোম, ছায়া সম, ছবিবিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর—
সেই ধারা বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ্মনসগোচর বোধে প্রাণ বোঝে যায় ॥ ১৪৬৫

নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমি শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা চ'লে গেল, রইলো যা, তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিল যারা, আরতো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, বারে বারে কারে ডাকি,
বল দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নারে,
আমি শুধু আমায় নিয়ে, কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ ১৪৬৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

বল কালী কালী বল।
গত হলো কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এলো।

কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশীবেরে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে হই কাল, সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষনাশিনী সেই সবে শিরে,
কালীদাসে দিবেন চরণ-কমলে॥ ১৪৬৭

কালিদাস।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।
রূপ-গুণ-ধন-যৌবনে শ্রুতি মধুর বচনে,
বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত।
অদ্য সে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত।
প্রেমের আকার যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত॥ ১৪৬৮

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

রামপ্রসাদী সুর।

তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী।
মা তোর অবসর নাই তিলেক দেখি॥

অনন্ত আকাশ ভরা ভুবন কত গো আলেখী,
এ সকলের ভার তোমার উপর, তুমি বটে মা? একাকী,
লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবাইর ঘরে তুই রক্ষকী,
মা তুই বড় বাপের বেটী বটিস, তাই সে সহে এত ঝুকি।
অচেতন চায় পরিবর্ত্তন, ফল, ফুল, পাতা চাহে শাখী,
ওমা জীবের তো অশেষ যন্ত্রণা, দিবা রাত্রি যায় না বাকি।
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথা কিছু রয় না বাকি,
কেবল প্রসন্নের মন গড়াইতে মা তোমার অবসর হয় নাকি?
১৪৬৯ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী সুর।

তোরে প্রাণ খুলে ডাকনমাজ ডাকে।
শরীর রোমাঞ্চ হয় অই হাকে॥
আল্লাহো আক্‌বর বৈলে, ফিরে উচ্চে ডাকে উর্দ্ধমুখে,
যেন বাইরের কথায় ধ্যান না ভাঙ্গে, তাই
কাণে আঙ্গুল দিয়ে রাখে।
(একবার) অইমত প্রাণভরা ডাক, ওমা!
ডাক্‌তে শিখা মা আমাকে,
যেন অমনি কৈরে উচ্চস্বরে মা মা কৈরে ডাকি তোকে।
ওমা আর এক দৃশ্য যখন বেইর হয়,
নগর কীর্ত্তন দিতে লোকে,
তোরে সমস্বরে সবাই স্মরে, শিহরে শরীর পুলকে।

কিবা গায় তোমার নাম খোল করতালে
মিশাইয়ে সোমে ফাঁকে,
কেহ বাহতুলে নৃত্য করে, কেহ ধূলায় পড়ে অশ্রুমুখে।
অই মত ঢলাঢলে, রাখবি কি মা প্রেমরঙ্গে ?
যেন একবার নাচি, একবার পড়ি,
একবার ডাকি উচ্চস্বরে। ১৪৭০ ঐ

"বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের"—সুর।
পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে।
লোকসমাজে লোকসমাজে বিশ্বমাঝে, লোকসমাজে॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।
পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধুর হৃদনগরে, পাপ যেতে নারে।
পাপ বলে রাখি আমি জীবসকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে পড়ে ঘোর নরকে।
পাপ বলে মায়ামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি, যিনি ত্রিলোকপতি।
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যার কাছে, সময় আসিতেছে।
পাপ বলে এই বেলা যাও হরি মানে মানে,
আমার কথা শু'নে।
মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি হরি বল ভাই, সুখে থাকরে সবাই।
—— ১৪৭১ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

যমে ফাঁকি দিতে, জাগাব জীবে চিতে,
জাগাব রচিতে কবিতা গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে,
উথলি উঠিবে হরিনাম॥ ১৪৭২

মীরাবাই।

খট—যৎ।

কোথায় আছ গো শঙ্করী। (মা)
পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি।
তরী লয়ে যখন আসি মা সিংহলে,
যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে,
কূলে আসি শেষে ডুবালে তরী॥ ১৪৭৩

লোকনাথ দাস।

নারায়ণী—যৎ।

নমামি মহিষাসুর-মর্দ্দিনি।
নমামি নমামি কপালিনি॥
মহিষ-মস্তক-নটন-ভেদ,
বিনোদিনি মোদিনি মালিনি মানিনি,
প্রণতজন-সৌভাগ্য জননি।
শঙ্খ-চক্র-শূলাঙ্কিত-পাণি, শক্তিশেল মধুর বাণি;
পঙ্কজ-নয়না পন্নগ-বেণী,
পালিত-গির-গুহাম্বু রাণী;

শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণি, সমস্ত-দৈবত-রূপিণি ;
কঙ্কনালঙ্কৃতাব্জ করা, কাত্যায়নি নারায়ণি। ১৪৭৪
—— বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

মূলতান—ছোট চৌতাল।

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত জীবন জীবনভঙ্গে॥
বলি কলিমল হর নিরমলভঙ্গে।
নির্ভব ভ্রমি ভর ভীমতরঙ্গে।
বিধি কর়কমলজ কমল-করঙ্গে।
হরিপদচারিণী বিপদ বিভঙ্গে।
মদন হৃদয় ভয় পরিভবদঙ্গে॥ ১৪৭৫
—— ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

বেহাগ—জলদ তেতালা।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল।
ওহে নিত্য নিরমল।
মহা মোহ মদ্যপানে, জগৎ বিহ্বল॥
শ্রুতি স্মৃতি মিমাংসায়, চতুর্ব্বেদ বিধাতায়,
অন্ত নাহি পায় ন্যায়, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল।
অঙ্কুশ আঘাতে করি, মাহুষে চালায় করি,
বিষধর করে ধরি, খেলে মালদল ;—
দিবাকর নিশাকর, ভূলোক আলোক কর,
রাহু ভয়ে থর থর, কম্পিত দুর্ব্বল।
দেব দানব মানব, জীব জন্তু সব,
ভবে উদ্ভব পতনে এক বিন্দু জল ;—

তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুময় হৃষীকেশ, মহেশ পাগল॥ ১৪৭৬

—— মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গৌড় সারঙ্—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনু-তরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য দুটা, সৃজিলে সাগর;—
মোহপাল আশা-পবনে, ছটা দাঁড়ির মিলনে,
ডুবালে পাপ সলিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়॥ ১৪৭৭

—— রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

রামকেলী—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রামরূপ ধর রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং।
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হ্যায় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং।
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে যেহি চিন্তং।
দশমস্কন্ধ ভাগবত লাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥ ১৪৭৮

—— সুরদাস।

[ব্রহ্ম নিরূপণ।]

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মসীদে কি চার্চ্চে মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে, সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে, শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে, ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে
যাগে যোগী রটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে
প্রান্তরে॥
লণ্ডনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে
হিন্দুস্থানে;
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম-অণ্ডে কি অণ্ড-
বাহিরে।
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায়
মদীনে,
রিভার্ জর্ডেনে, গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে
কবরে॥
ভারত অশক্ত সে ভাব ধারণে, সাঙ্খ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শন
দর্শনে,
বাইবেলে মিল্‌টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ, নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই
যম-শিশু বাস্থ;
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে, স্বরূপ বলিতে
সেই পারে॥
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য কার, ওঙ্কারে কি আছেন
ওঁকারে।

কে বলিতে পারে পরেন কোন্ বাস, তাঁর কোঁচা কি
পেন্টুলনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাকলে, গুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে॥
ব্রাণ্ডি কি জিনে, স্বেরি স্যাম্পিনে, রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু
লশুনে,
মালপো মালসাভোগে, মোষে মেষে ছাগে, পাকা পাতা বাত
আহারে।
বেণু বীণা-বোলে, খমকে কি খোলে, তোপে কি তাউসে
জয়ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁশী কাঁশরে॥
কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা, ঝোপে, কটা জটাজালে,
গাল পাটা গোঁপে, চৈতন ফুরফুরে, থাসা [illegible]রে, কিম্বা
চাঁচর চিকুরে।
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে, নরক নিকরে শূকরী
সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের
আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে,
যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে॥ ১৪৭৭

৺ প্যারীমোহন কবিরত্ন।

[উপরোক্ত গানের উত্তর।]

গৌরী—একতালা।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদভেদ তন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত, সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিষ্ণু-চরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন, সদা কররে।
গুহক চণ্ডাল গেল ভক্তি করে, ভল্লুকে বানরে ভজিল
যাহারে,
চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে।
এব্রাহিম নাব আদি পয়গাম্বরে, ঐকান্তিকী ভক্তি করি
পেল যারে,
যীশুখ্রীষ্ট ভীতে, যারে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ
তাঁহারে।
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান্, ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
সূর্য্য এক হয় প্রতিবিম্বচয়, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে।
ঈশ অঙ্গকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়, জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ
এক হয়;
স্বপক্ষ ভজনে, তাঁরে যেই জনে,
ভজে সেই পায়, দর্শন অন্তরে॥ ১৪৮০
চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

—

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।

হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী, বারাণসী ধামে জীবন যাবে।
ষড় রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে জয় যথা আছে মৃত্যুঞ্জয়;
রবির উদয় যেন তেজোময়; পাপ তিমির তায় বিনাশিবে।
ত্যজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা, পূরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যন্ত্রণা সব ঘুচিবে——
বসি অসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে, শিবপূজা যেবা করে করপুটে,
কালিদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে, বিষমসঙ্কটে ত্রান পাইবে॥ ১৪৮১

কালিদাস।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে আমি রৈতে পারি কৈ।
ওরে যে ডাকে আমারে আসি তারি হ'য়ে রৈ।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বৈ।
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারাসুত ধন প্রাণ ওরে যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমন জয়ী॥ ১৪৮২

অজ্ঞাত।

সুরট মল্লার—একতালা।

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বল্‌ব হরিনাম,

নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন ;
(হরি প্রেমরসে মজে)
সংসার বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,
লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।
হায় ! কবে যাবে আমার ধরম করম,
(হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভ না সরম—
পরিহরি অভিমান লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদ ধূলি,
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম-বারি দুই হাতে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব,
হরি পদে নিত্য করিব বিহার॥ ১৪৮৩

—— নীলকণ্ঠ অধিকারী।

মুলতান—খয়রা।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে।
সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভ যোগ হলে।
হয় ভাবেরি উদয়, সেই ভাবে ডুবে র'তে হয়,
তবে দয়া হয় সময় হলে।
নৈলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ী সার,
কনকধারী গোঁসাই বাউলে বলে॥
তুলার আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্তে,
স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে,
হয় বাঁশে বংশলোচন, গজে গজমতি,
না হয় কেন অন্য মেঘের জলে॥ ১৪৮৪

—— অজ্ঞাত।

তাল খেম্‌টা।

("তরু বল রে বল"—সুর।)

ওরে মৃগ আমায় বল।
স্বাধীন মনে চর বনে এত পুণ্য কিবা ছিল।
খেয়ে লতা পাতা ঘাস বনেতে কররে বাস॥
নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছন্দ ;—
ওরে, যোগী তোরা মৃগ-সবাই,
তোদের দ্বেষ হিংসা প্রভুত্ব নাই,
জাতীয় দল বেঁধেছ তাই আছে পরস্পর মিল।
প্রয়োজন হলে পরে নাহি যাও ধনীর দ্বারে,,
খাও প্রান্তরে চরে কেবল ;——

ওরে ধন্য তোদের স্বাধীনতা সদয় আছেন বিধাতা,
শুনে ধনীর বাঁকা কথা চখে নাহি পড়ে জল।
ভূমির নাই খাজানা স্বামীর নাই তাড়না,
কাণধরে আন্ বলে না প্রবল—
ওরে তাড়া দিলে ব্যাধগণে, তখন বন ছেড়ে যাও অন্য বনে,
প্রাণ গেলেও কোনক্রমে ধর্ম্মাবতার নাহি বল।
যদি মৃগ, বধ বনে বাণ দিয়ে অকারণে,
মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল ;——
কাঙ্গাল বলে কাতরেতে, প্রাণগেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে,
ধনীর বাক্যবাণ হতে ব্যাধের বাণ বরং ভাল। ১৪৮৫

——— হরিনাথ মজুমদার।

তাল—একতালা।

("ভাবতে গেলে মানুষ পাগল হয়"—সুর।

(শ্যামা পূজা) (কালী পূজা) শক্তি পূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না॥ (ওরে)
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তি পূজা
হয় না।
এক মনো বিল্লদল, ভক্তিগঙ্গাজল, শতদল দিলে হয়
সাধনা। (হৃদয়)।
দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন্ না ;—
কেবল জ্ঞানদীপ জেলে, একান্তধূপ দিলে ব্রহ্মময়ী পূর্ণ
করেন কামনা। (ওরে)

বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন্ না ;—
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাস
বাসনা। (ওরে)
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি বিচারে, শক্তি পূজা হয় না ;—
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া
কভু হবে না। (ওরে) ॥ ১৪৮৬

হরিনাথ মজুমদার।

শ্রীরাগ—চৌতাল।

বংশীধর পিণাকধর গঙ্গাধর গিরিধর।
জটাধর মুকুটধর রাজত হরিহর।
চন্দনধর ভস্মধর পিতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর।
চক্রধর ত্রিশূলধর নরহর শঙ্কর।
সুধাধর বিষধর, গড়ুরাশন বৃকবাহন।
মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর—
কহে মিঞা তানসেন, তোমরো স্বরূপ একহিজে,
কৃপা কর শির পর আভিকর। ১৪৮৭

তানসেন।

ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন।
এ ভব যন্ত্রনা যাবে এড়াবে শমন ॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ।

সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে,
কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ ॥
বস্তু আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।
স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন।
গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ,
সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ।
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ১৪৮৮

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

[পরকাল সম্বন্ধে।]

সিন্ধু বিজয়—তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম।
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন।
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিতনৃত্য করিছে অবিরামে ॥ ১৪৮৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[কাশীতে অন্নপূর্ণা।]

সিন্ধু ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেবা পারে মায়া বুঝিতে।
অন্নদা হইয়ে মাগো অন্ন দিলে কাশীতে ॥
জানিতে কে পারে মায়া, মহামায়ার মহামায়,
যারে দেন পদছায়া, তার কি ভয় রবিসুতে।
দয়াময়ী নাম ধর, এ অধমে ত্রাণ কর,
দেহ কাঁপে থর থর, রাখ মা শ্রীপদেতে।
বিশ্বনাথের এই মিনতি, দয়া কর ভগবতি।
আমি অধম মূঢ়মতি, কি জানি গুণ কহিতে ॥ ১৪৯০

বিশ্বনাথ দে।

বাউলে সুর।

(শোন) মন রে, আমার কপাল মন্দ, পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,
জানকীরে সঙ্গে করিয়ে,
কপালে বিধি লিখিলে, তারে খণ্ডাইতে কেউ পারবে না।
ধর্ম্ম কার্য্য ক'রে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা,
বনে বনে ভ্রমণ করে।
মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না ॥ ১৪৯১

অজ্ঞাত।

পাগলা কানাইর সুর।

পাগ্‌লা কানাই বলে গড়া রথ নূতন ক'রে।
চালা তাম সাবেক বলে, এই শেষ কালে চলে না ॥

আমি ঠেলে ঠুলে চালাবার চাই, যার চল্‌বার সে চলে না
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে দিন গেছে আর ঠেলা এসে না,
ভাটিরথ চলে না।
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধরা, সেরে যেতে পারলাম্ না।
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে)
ভাটিরথে থাক্‌বো না, ইন্দ্ররিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না,
ভাটি রথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে
চল্‌ত ঘোড়া,
রথ দেখ্‌তে পরিপাটী (সারথি হয়েছে ভাটি)
দড়াতে আর নাইক জোর, পাগ্‌লা কানাইর হলো মিছে
টানাটানি সার, ও রথ চল্‌বে না আর॥ ১৪৯২
পাগ্‌লা কানাই।

ঐ সুর।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের মাঝার।
দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর ভাস্‌ছে ফুল নিরাকার॥
মূল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবির দৃষ্টি কার।
লয়যোগে লিখা ফুটি, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার॥
যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দ্ধার,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার বাদ,

ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখ্‌ছেন বিধি, দেবতা আদি,
বোঝা ভার, সাধ্য হয় কার।
সেই পাগ্‌লা কানাই হয়ে বিচার,
মিছে কাট কাছারী সার॥
গরল ফুলের চতুর্দ্দলে, তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাধু কোথা কারে, শুনে লাগে ভয়;
যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায়;
অলগ্নে খেল্লে জুয়া, কতক ফুল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের
তুল্য অমূল্য ফুল ধর্‌তে যায়।
সে ফুল কে পায়, না, হকনজরে দয়া করে দিয়াছেন
যারে যেমন॥ ১৪৯৩

—— পাগ্‌লা কানাই।

পাগ্‌লা কানাইয়ের ধুয়া।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট ঘোড়া, রথ করে খাড়া দুই চাকার পর
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ
করেন চৌষট্টি গোঁসাই॥
দয়াময় রথে কি কায ক'রেছে,
দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,

কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধনে রথে বিরাজ
করিতেছে; এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকতে,
বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে॥
আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এর চূড়ার পরে লেখা
আছে হউৎ মউৎ নিজের কর দৌলত;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুরছে চাকা বাহবা মজার কল, ইহার
শতদলে সারথী ব'সে চুড়োর পরে
আলো করছে দুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে
জ্বলে, পাগ্‌লা কানাই বলে, বাহবা দীনবন্ধুর কল॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে,
তখন কি ছুতর দরশন দেবে, রথের
ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে
দেলে, ভাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই॥ ১৪৯৪

পাগ্‌লা কানাই।

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর॥
আবার সারথী এর মধ্যে ব'সে যখন
বলে চাকা ঘোর, (ও রে চাকা ঘোর)
ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
চাকার এছা জোর॥

আর রথখানি গ'ড়েছে ভাল, ভাব্‌তে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়) শেষকালে রথ ভাঙ্গ্‌লে দেশী
ছুতর তালি দিতে পার্‌বে না।
তাই বলে পাগ্‌লা কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা,
রথ পুরণ হ'লে আট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গিলে পূরণ হ'লে তখন
কি খাট্‌বে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ॥ ১৪৯৫

পাগ্‌লা কানাই।

বাউলে।

দেখনা মন ঝক্‌মারি এ দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপ্‌নী ধ্বজা কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা, পরে সাথের সাথী কেউ হবে না,
মন তোমারী ;
আবার একা পথে খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি॥
সেই দিনে।
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা
রেখ স্মরণ বরাবরি
ও তোর পিছে পিছে ফির্‌ছে শমন ওরে কখন
হাতে দেবে ডুরি॥ মন তোমারে।
বড় আশার বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার
ঠিক নাই তারি ;

সিরাজ সাঁই কয় লালন্ ভেড়ো,
তুই করিস্ রে কার এস্তাজারি ভেড়ো তুই ॥ ১৪৯৬
লালন সাঁই (লালন ফকীর)।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে ॥
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
কিনারা নাই তরণী পারে; মনে করি,
দেখ্‌ব তারি, আমি কেমনে সেথা যাই রে ॥
আমি বল্‌ব কি পরশির কথা, ও তার
হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে, সে
ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥
পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা
সকল যেত দূরে; আবার সে আর লালন
একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥ ১৪৯৭
ঐ

আমার আপন খপর আপন আর হয় না।
আপনারে চিন্‌লে পরে, যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না;
আমি ঢাকা দিল্লী হাতরে ফিরি, আমার
কোলের ঘোর ত যায় না ॥

আত্মারূপে কর্ত্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলি
মিল্‌বে তারি ঠিকানা, আবার বেদ বেদান্ত
পড়্‌বে যত, ওরে বেড়বে তত লটনা॥
আপন আপন কে বলে মন, ওরে
যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আবার, লালন মলো মনের গোলে,
যেমন চোক থাকিতে কানা॥ ১৪৯৮

লালন সাঁই।

ঘোর সমর মাঝারে কে ওরে বামা।
নাচিছে দনুজ সমাজে দামিনী সমা॥
দশদিগ্ বসনা মগনা সদা রণমদে,
দুরন্ত দিতিসুত দলে দলে পদে পদে,
পুরুষ সমাজ মাঝে, কে রমণী রণসাজে,
কুলবালা কুলে কালি কালী কালোপমা।
আকুল দনুজকুল হেরে কাঁপিছে থর থরে,
কৃতান্ত সম অসি এলোকেশীর বাম করে,
ভীষণ দশন ছটা, নিনাদে বারিদ ঘটা,
প্রকট রসনা জটাজুট মনোরমা॥
হরিণ নয়ন যুগ বদন সিধু সুধা করে,
অনন্ত সুধা মাঝে ডুবাইয়ে কলেবরে,
ভীষণ দশন চাপে বিষম রাহুর শাপে
কাঁপাইছে মুখশশী বামা নিরুপমা।
দহন নয়ন ভালে, শোভিছে যাহে আধশশী,

কালান্ত কালে যেন ছুটিছে অনল রাশি ;
কি তায় মৃদুল হাসি সিঁথায় সিন্দুর আসি,
তরুণ অরুণ ধরাধর ঘোরতমা ॥
কি ভাব লহরী মাঝে কিশোরী ঘন সুধা পানে,
প্রমত্ত পদ ভরে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়নে ;
মাভৈঃ বলিয়ে ছলে, হাসে ভাসে মহাকালে,
হৃদয় সরসে সরোজিনী হররমা ॥
অধরে রুধির ধারা সাদরে ঝরে ঝর ঝরে,
কি দৃশ্য রণমাঝে রণময়ী রণ করে ;
মরণ বারণ তরে, চরণ শরণ করে, কর গো মা
শিবের যাতায়াত পথ সীমা ॥ ১৪৯৯

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

তোমার উপমা কেবল মা তুমি।
মুদিলে নয়ন ভুবন মোহন হেরি,
তোমার অসীম, রূপ নিরুপম, চরাচরগামী।
বেদাঙ্গে বেদান্তে তুমি নিরাকার,
নিরাকার উপমা কেবল নিরাকার,
সাকারেতে আবার প্রসার সংসার
তোমাতেই তুমি ॥
এ মা উপমা সে তোমার কবির ভ্রান্ত চিতে,
উমার আর উপমায় কি ভেদ জগতে, তুমি বিশ্বময়ী শিবে ;

শিবের মতে সোহং বেদে অহং ভেদে ;
চিন্ময় শরীরে চিন্ময়ী জননী,
হিরণ্ময়ীরূপে মহিষমর্দ্দিনী, নিশুম্ভ,
সংসারে নৃমুণ্ডমালিনী, তোমাতেই তুমি ॥ ১৫০০

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

[ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়।]

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী ভারত মাতার করিতে দুঃখ মোচন।
শুভদিনে অবতীর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
মাঘের একাদশ দিনে, ব্রহ্মজ্ঞানে রামমোহনে,
ব্রহ্মোপাসনা, করিলেন ভবে স্থাপন ॥
প্রাণস্থ প্রাণম্ রূপে, দাঁড়ায়ে দেবেন্দ্র বুকে,
ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমরস করিলেন অভিসিঞ্চন।
যুবক কেশবে ধরি, লীলার সময় হরি,
করিলেন ভারতক্ষেত্রে সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্মিলন।
এই তিনটী সুসন্তান, ভারত মাতায় করি দান,
করিলেন ধন্য তারে দিয়ে স্বীয় শ্রীচরণ।
এই তিন জনের প্রিয়ধন, প্রাণেতে করি গ্রহণ,
সৌভাগ্যশালী হইবে ভারত নর নারীগণ।
শুনে মা তোমার কথা, দূরে গেল মর্ম্মব্যথা,
ইচ্ছা করি যথা তথা করি তব গুণ কীর্ত্তন ॥ ১৫০১

ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

বাউলে সুর।

("আমারে পাগল ক'রে যে জন পলায়"—সুর।)

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে,
সে যে তোর ঘরের কোণে,
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে ল'বে সযতনে।
এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেমরতনে;
সে যে রত্নবণিক হীরা মাণিক, বিলায় কত ভক্ত জনে।
(ওরে) যে ধন লাগি, সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে;
মহা মোহ বশে কর্ম্মদোষে, হারাস্‌নে তায় অযতনে।
তারে দিবানিশি কাছে বসি, চেয়ে দেখিস্ প্রেমনয়নে;
একবার চোখে চোখে দেখা হ'লে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে।
এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে;
তবে আঁধার ঘরে, লয়ে কারে, সাধ মিটাবি প্রেম সাধনে।
প্রেমদাসে বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে;
(ও সে) রতন ফেলে, করমফলে, জ্বলে পুড়ে মরছে মনে॥

১৫০২ চন্দ্রনাথ দাস।

("আমি কার রূপ সাগরে"—সুর।)

এমন আজব্ বিষয় ভাবিতে যে মন অবাক্ করে!
(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু যা, সে কেমনে
চিন্ত হবে?
কি গুণে সে নির্গুণ, মজাল ত্রিভুবন, (বুঝি)
চিৎঘন রূপেতে আছে চরাচরে;
যার আদি অন্ত খুজে না পাই জানব কি তার চিন্তা করে।

যে বস্তুর নাই আধার, সে নাকি মূলাধার,
(আবার) অরূপেতে কেমনেইবা জ্যোতি ধরে ?
যার নাইকো আকার, কর্‌ছে বিহার, ভাব্‌লে
জ্ঞান বুদ্ধি হরে।
ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখ্‌তে পারে ইচ্ছা ক'রে,
সেই চিন্তামণি, প্রেমের খনি, (আছে)
ভক্তজনের হৃদ্‌-কুটীরে ॥ ১৫০৩

চন্দ্রনাথ দাস।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই মাটি দেখ্‌ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্‌ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিন্‌ (মা) ছেড়ে দিস্‌নে রোদের বেলা।
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা ॥ ১৫০৪

ঐ

কে যেন কি ভাবে আসে জানি না, কিছু বুঝি না,
সে ভাব জীবনে প্রায় ঘটে না,
চকিতে চপলা প্রায়, চিক্‌ দিয়ে চ'লে যায়,
হৃদি-যন্ত্র বাজে বাজে বাজে না ॥

মুদিত করিয়ে আঁখি, বিরলে বসিয়ে থাকি,
দেখি দেখি দেখি আর দেখি না।
রূপ গন্ধ নাহি রস, কিসে যেন করে বশ,
নিমেষে নিবায় সব যাতনা।
হায় কি জীবনে মম, হবে হেন শুভদিন,
হৃদি মাঝে আসি আর ফিরিবে না॥ ১৫০৫

চন্দ্রনাথ দাস।

("তুমি বিপদ ভঞ্জন দয়াল হরি"—স্থর।)

এত কে পারে ভাল বাসিতে?
ভাবিলে হৃদয়, বিগলিত হয়,
অবিরল ধারা বহে সে আঁখিতে!
বারে বারে মাগো উপেক্ষি তোমারে,
কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাওনা মোরে,
তাড়ালেও দেখি এস ফিরে ফিরে,
তোমার মতন এমন কে আছে জগতে?
এত ভালবাসা সন্তান উপরে,
মা বিনে কি আর অন্যে দিতে পারে,
জননীর প্রেম সন্তানের তরে,
প্রাণরূপে সদা জাগে অবনীতে।
ভয় পেয়ে পেয়ে সন্তান যখন,
ব্যাকুল হয়ে করে মায়ের অন্বেষণ,
বাহু প্রসারিয়ে জননী তখন,
কোলে তুলি ল'ন আশ্বাস বাণীতে।

নয়নে নয়নে রাখ চিরকাল,
পলকের তরে থাক না আড়াল,
আহার যোগাও ইহ পরকাল,
প্রেমামৃত ঢেলে দেও যে মুখেতে॥
কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা,
তুলনার কিছু জগতে মিলে না,
অতুল সে প্রেম নাহি তার সীমা,
অসীম অপার কে পারে বর্ণিতে॥ ১৫০৬

চন্দ্রনাথ দাস।

প্রসাদী—সুর।

সংসারের কি ধার ধারি মা, তোর সরকারে খাই খরচা বিনা।
সিকি পয়সা উপায় নাহি, সরকারে তা আছে জানা,
তাই সদয় হ'য়ে ব্রহ্মময়ী মাপ্ করেছ ষোল আনা।
ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ের ভাণ্ডার (তার) কিসের অভাব তাই বল না;
তারে পূর্ণ সুখের অধিকারী করেছ গো অন্নপূর্ণা।
বাঁধা খোরাক সরকারে যার, তার কি আছে ভয় ভাবনা;
এমন হাবা ছেলে নইগো মা তোর,
ছেড়ে দিব ন্যায্য পাওনা॥ ১৫০৭ ঐ

একাদশ অধ্যায়।

বিবিধ সঙ্গীত।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থান বিষয়ক এবং অন্যান্য ভাবের সঙ্গীত।

[কন্যাদায়।]

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পাশ্ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ্ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়,
এ পাশ ধরায় কে আন্‌লে বল।
বিশেষ যাদের কন্যাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল।
মাই-না ছেড়ে মাইনর (Minor পরীক্ষা) দিয়ে,
মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে, কন্যাকর্ত্তার আসে জল।
এলের (L. A.) ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয়
ভিটে তুলে,
এমের (M. A.) শ্বশুর নাভি জ্বলে দিতে হয়
জীবনের জলে॥ ১৫০৮

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

[বিবাহের পণ।]

সিন্ধু খাম্বাজ—খং।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব বিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়॥
না হ'তে এণ্ট্রেন্স্ (Entrance) পাশ,
চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি, এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এম, এ তে সর্ব্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বর কর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁট কসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়॥ ১৫০৯

অমৃতলাল বসু।

[মিস্ কার্পেণ্টার্ সম্বন্ধে।]

("বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর"—সুর।)

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেণ্টার্ সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, সবাই দেখেছে,
এখন এসে কল্‌কাতাতে (এবার) বাঙ্গালিদের
নে পড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে, বড়ই রগড় হ'ল পথে,
এট্‌কিন্‌সন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।

নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে ;
গাড়ী উল্‌টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥

ধীরাজ। ১৫১০

[পয়সার মাহাত্ম্য।]

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল।
পয়সা ভিন্ন, হয় না পুণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে, সমাদরে আলাপ করে না—
বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না—
পিতা মাতা কন্ না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হ'লে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে যশোগান—
অর্থ বশে, অনায়াসে, সভায় বসে, হয়ে মান্যমান—
কুলে শীলে দীন হলেও কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেসে না—
সদাই বলে বাঁচি ম'লে, পোড়া কপালে সুখ হলো না—
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল।
কত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনা গঞ্জনা দায়ে,
রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে, চোরের মত হয়ে ভাই—
উঠে এসে গিন্নীর পাশে, যদি বলেন একটু আগুন চাই—
(গিন্নী তামাক খাব আগুন চাই)
চাইলে আগুন, হয়ে আগুন, বলে গয়ার পাপ কেন এলো।

সেই পুরুষের পয়সা হলে, অমনি গিন্নী ঘোম্‌টা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে, কর্ত্তারে জল খাবার দেও—
পিড়ি প'ড়ে হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও—
কবি বলে, ভূমণ্ডলে, পয়সার পিরিত জেনো কেবল ॥ ১৫১১

—— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

ঐ হিন্দী গীত।

রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
(আরে) আরে দুনিয়া ভর্‌কে রূপেয়া সেরা মাল ॥
রূপেয়া ওয়ালা সব্‌ সে বাড়িয়া সব্‌চে উচা চাল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল ॥
রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল।
ঝুঁটা আদমি সাঁচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল,
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল।
ধর্ম্মী কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়া কো কাঙ্গাল।
রূপেয়া লেকে বুড্ঢা লেড়্‌কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল ॥
হামার হামার সব্‌কোই বলে, সব্‌কোই হোয়ে লাল।
বাহবা রূপেয়া কোইকো নেহি, ইয়ে মেরে সওয়াল।
রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল ॥ ১৫১২

—— অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ওকালতী।

বাহার—পোস্তা।

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর প্যাঁচ লেগেছে,
উকীলের গোলে।

কোর্টে নাই মিছিল মাম্‌লা, ভাব্‌চে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেচ্চে সাম্‌লা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভূত,
হয়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদ্‌চে সকলে।
হরিঘোসের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুক্‌চে, কেউ বেরুচ্চে, নজীর বগলে।
পূর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হাইকোর্ট সাম্‌লাময়, উকীল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে।
যাদের পশার হয়ে গেছে, আয় তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকো বার মাস চলে।
* * * বাড়ি, করে যেমন কাড়া কাড়ি,
তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে।
যাদের না অন্ন যোটে, শাইনিং নাইকো মোটে,
জুট্‌ছে সব জেলাকোর্টে বোম্বেটের দলে।
কি দুর্দ্দশা কব কায়, কেউবা হচ্চে ব্যবসাদার,
বাসাখরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে॥ ১৫১৩

—— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দীনবন্ধু দুখিনী বঙ্গের ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেছিলে।
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি, কবিকুল চূড়ামনি,
সেই দীনবন্ধু হায় কোথায় রহিলে!

যাহার লিপি কৌশলে দেখাইতে রঙ্গস্থলে,
নব নব সুনাটক বঙ্গীয় কুলে।
লেখনী কৌশলে যার, প্রীতিময় সবাকার,
সেই দীনবন্ধু হায়! শমন ক্রোলে।
চির নবীনা কামিনী, সালঙ্কারা তপস্বিনী,
ভাসে এবে অনাথিনী নয়ন জলে॥ ১৫১৪ অজ্ঞাত।

[কবিবর মধুস্দন দত্তের মৃত্যুতে।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে॥
কুহকী কল্পনা বলে কে আনিবে রঙ্গস্থলে;
কুমারী কৃষ্ণ কমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে;
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সতী, কেলী বিপিনে॥ ১৫১৫

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

[জুবিলি সঙ্গীত।]

রামপ্রসাদী সুর—তাল আড়খেম্‌টা।

ধন্য মা ভারতেশ্বরী, তোমার গুণে যাই মা বলিহারি,
তোমার গুণের রসে, ভারত ভাসে, জলে যেমন ভাসে তরী।
(ধুয়া)

(তোমার) লক্ষগুণের মধ্যে এ গুণ, যে গুণে মা আমরা তরি,
(তুমি) রাজ্যাধিকার আপনি নিয়ে, ধর্ম্মাধিকার দিলে ছাড়ি।
(তাইত) মোরা অধীন হয়েও, স্বাধীন রাজ্যে বসত করি,
(কেমন) বুক ঠুঁকি করিয়ে গো মা, ধর্ম্মরাজ্যে চলি ফিরি।
রুষ্ প্রুষাদি রাজ্‌রাজড়ায়, কত কথা শুনি পড়ি, (মাগো)
তারা নাকি আপনা ধর্ম্ম মানায় লোকে শাসন করি।
তুমি কিগো পার্‌তে না মা, সেরূপ নিতে ধর্ম্ম কাড়ি, (তবু)
সেই অনুরূপ কর্‌লে না মা, স্বরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ছাড়ি।
ধনের দীন যে ভারতবাসী, এ জন্য কি ভাব্‌না করি, (তুমি)
মনের ধন যে মনে রেখেছ, এই গুণেই সব পাশরি।
ভারতের মনোরথ পূর্ণ, দেখে গো ভারতেশ্বরী, (বলি)
বেঁচে থাক মাগো তুমি, যুগযুগান্তর রাজ্য করি।
পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মে এ প্রার্থনা করি (মাগো)
যে ধর্ম্মে রক্ষিছ তুমি, সে হউক তোমার রক্ষাকারী।
(তোমার) রাজত্বকাল অর্দ্ধশত, গত দেখে আশা করি, (মাগো)
শত বর্ষ পূর্ণ হলে আবার দ্বিগুণ আমোদ করি।
(হবে) জুবিলিপূর্ণ বিশই জুন, তখন হবে গ্রীষ্ম ভারি, (তাই)
ভারতবর্ষে মনের হর্ষে, জুবিলি ষোলই ফেব্রুয়ারি॥ ১৫১৬

—— কালীনারায়ণ গুপ্ত।

[জুবিলি সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—আড়া।

আজি কি কারণে ভারত-গগণে উঠিছে মধুর গান;
বাজিছে বা কেনে আজি একতানে ভারতবাসীর প্রাণ।

মোহ নিদ্রাবেশে ছিল অচেতন,
দেখিছিল কত দুঃখের স্বপন,
কোন মন্ত্রবলে জাগিয়া সকলে নাচিল ধরিয়া মধুর তান,
হইয়ে এক প্রাণ——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা।
দীন দুঃখী মোরা তনয় তোমার,
কি দিয়ে ভেটিব তোমারে আর,
শুভদিন পেয়ে সকলে মিলিয়ে গাইব নাচিয়ে বিজয় গান,
হইয়ে এক প্রাণ——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা জয় মা,
ভারতের প্রতি করুণা করিয়ে,
তোমা বিনা কেবা দেখিবে চাহিয়ে,
অথবা মোদের যা হবার হবে, তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
সুখময়ী তুমি সদা থাক সুখে, সবে মিলে জয় তোমার গাই,
সুখে দুঃখে, এই চাই——
জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা॥ ১৫১৭

—— কুঞ্জলাল নাগ।

[টেলিগ্রাফ্।]

বিভাস—আড়া।

বলিহারি কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কৌশল।
দেবশক্তি হস্তগত আর কি অদ্ভুত বল।
চঞ্চল চপলা বালা, দেবলোকে করে খেলা,
বাঁধি তারে তারে তারে নিৰ্ম্মিল বিচিত্র কল।

বার্ত্তাবহে বার্ত্তা বহে, এ দূত সে দূত নহে,
নিমিষে বৎসর চলে, যুগে লাগে অনুপল।
যোজন অন্তরে থাকি, মুহূর্ত্তে সংবাদ রাখি,
ভুবনে কোথা কি ঘটে, অপূর্ব্ব বিজ্ঞান বলে॥ ১৫১৮

রাধানাথ মিত্র।

[রেলওয়ে।]

ভৈরবী—একতালা।

পুরাণ পুরাণ মতে বীর চাপি রণরথে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য স্বেচ্ছামত করিতেন বিচরণ।
সাগর প্রান্তর নদী, উৎস, গিরি, গুহা আদি,
কিছুতে তাঁহার গতি নহে কভু নিবারণ।
সে যুগের অস্ত ভাব, নবভাব আবির্ভাব,
তুরী রাজী গজ হতে প্রভাবে বাষ্প এখন।
বাষ্পযান দ্রুত গতি, হেরি চমকিত মতি,
ঘণ্টায় দিনের পথ নিত্য করিছে গমন॥ ১৫১৯ ঐ

[গ্যাসের আলো।]

রামপ্রসাদী—একতালা।

কি বাহার গ্যাসের আলো।
বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীর্ত্তি প্রকাশ হ'ল।
রাজধানী কল্‌কাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল।
পথে ঘাটে আস্‌তে যেতে, দিবা রাতে ভাব্‌না গেল।
মরি কি কল কারখানা, তেল শল্‌তে কিছু লাগে না,
ধোঁয়াতে জ্বল্‌ছে আলো, বাতির চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।

সুচিকণ আলোক ছটায়, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়।
দিন রাত্তির নাই তার ভেদাভেদ দেখে শুনে প্রাণ জুড়াল ॥

——— ১৫২০ রাধানাথ মিত্র।

বেথুন বিদ্যালয়ে
[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিন স্মরণার্থ সভাতে গীত।]
ভজন—ঝাঁপতাল।
("অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি"—সুর)।

দেখি এ সংসার মাঝে, আপন সুখের লাগি
ব্যস্ত অনুক্ষণ যত নরনারী ;
কিম্বা নিজ পরিবার, যে যার আপনার
সুখ অন্বেষণ করিছে তা'রি
দীন হীনের পানে, কে দেখে চাহিয়ে,
কে কাঁদে ভিখারীর হেরি' অশ্রুধার ?
রুগ্ন অনাথ জনে, নিজ কোলে কে টানে
কে মুছায় বিধবার নয়ন-আসার ?
নিজের সুখের লাগি', জীবন যারা যাপিছে,
তাদের সে জীবন মরণ সমান ;
পরহিতে প্রাণ সঁপে ভুলে' যে নিজ মঙ্গলে
তারেই জীবন্ত বলি, সেই মহাপ্রাণ ॥ ১৫২১

আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

———

কাংলেড়া—জলদ্ তেতালা।
[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর বিলাপ।]

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী!

হারায়ে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার।

কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন;—
"কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর!"
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান,—
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্ত্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

আপনার বেশভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলভার;
সমাজ পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন;
সমাজ পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার
আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার;

ঋণে বদ্ধ অবশেষে—তবু দৃঢ় পণ,
সঙ্কল্পসাধন কিম্বা শরীর পাতন ;—
এ হেন পুরুষসিংহ জন্মে, মা, ক জন ! ১৫২২
কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

[স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়ে ভারতভূমে,
ত্যজিলে অনিত্য দেহ, চলি গেলে নিত্যধামে।
সাহিত্য সমাজে তব বাড়িছে কত গৌরব,
সুসভ্য নব্য ভারত বাঁধা আজি তব ঋণে।
মাতৃভাষা বাঙ্গালার, নাহি ছিল অলঙ্কার ;
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে।
চারুপাঠ ধর্ম্মনীতি, যত দিন রবে ক্ষিতি,
গাইবে অক্ষয় গীতি শিক্ষিত ভারত ভূমে।
আহা কি সুপুত্র মার, ছিলে অক্ষয়কুমার ;
ধন্য জীবন তোমার ভুলিব না এ জীবনে।
চির দুঃখিনী ভারত, প্রসবিলা রত্ন কত,
অচিরে শমন এসে হরিল সে সব ধনে ॥ ১৫২৩
চন্দ্রনাথ দাস।

[হোমিওপ্যাথি আবিকর্ত্তা হানিমান সম্বন্ধে।]

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কেন আর হাহাকার মুছরে নয়ন জল।
জুড়াবে রোগের জ্বালা, ক্ষীণদেহে পাবে বল।

করিতে পাপীর গতি ; এসেছিল ভাগিরথী ;
রোগীর যন্ত্রণা নাশে নবগঙ্গা সুশীতল।
আনিয়াছে হানিমান, স্নিগ্ধ হয়েছে ভূতল।
দেশেতে আবদ্ধ নয়, এ নদী এ ধরাময়,
নাহি আবিলতা লেশ, ক্ষীর সম স্বাদু জল।
রোগের যন্ত্রণা হর পুষ্টিকর সুবিমল।
এ বারি করিয়ে পান, জুড়ায়ে তাপিত প্রাণ,
জাগাও বিজয় ধ্বনী, কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল ;
"ধন্য হানিমান, ধন্য জার্ম্মেণী জনম স্থল॥" ১৫২৪

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

[মহারাণী স্বর্ণময়ী।]

ঝিঁঝিট—আড়া।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে ! ওগো পুণ্যশীলে।
দানে দেশকুল ভাল আলো করিলে॥
সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত-বদান্য-স্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে।
অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যাদানে জ্ঞানার্থীরে।
চিকিৎসা দানে রোগীরে, জীবন দিলে॥
ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
কূল পায়গো অকূল, তুমি কূল দিলে॥
তব যশ পুণ্য মান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থনাম, ভাল রাখিলে॥

ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাকবে গো সদা মঙ্গলে,
ভাসবে পরকালে চিরসুখ-সলিলে ॥
বঙ্গেরি ধনাঢ্যগণ, করেগো তোমার মতন,
ভিজা'বে জনম ভূমি দান-সলিলে ॥ ১৫২৫

—— গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস।]

(আমি) সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দি'ছি পাষাণ প্রাণে, চা'ব কার মুখ পানে,
(মরি) ফুল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি
হ'ল বাদী।
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু নয়নে বহে ধারা,
ঢোলে ঢোলে নেচে কুতূহলে, এস গুণনিধি সাধি।
চলে গেলে আর এলে না, জীবত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ক্ষণে,দীনহীনে পদে কর অপরাধী ॥ ১৫২৬

—— গিরিশ্চচন্দ্র ঘোষ।

[৺ কেশবচন্দ্র সেন।]

বিভাস—একতালা।

কি দিব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব জানে তোমায়।
বক্তৃতার ভাব, নিত্য নব ভাব, মানব স্বভাব মোহিত তায়।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস, প্রাণ সুশীতল সুমধুর ভাষ,
কত যে রূপক, কত অনুপ্রাস পুলকিত চিত তব কথায়।

যথাশক্তি করি বিদ্যা উপার্জ্জন, রত শাস্ত্র-পাঠে ধর্ম্মের কারণ,
ভাবুক প্রেমিক তুমি হে যেমন, তব সহযোগী দেখা না যায়।
ধর্ম্ম আন্দোলনে, পবিত্র জীবন, যে রত এ ব্রতে সেই সাধু জন,
প্রেমে ব্রাহ্মধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ, পরিজন সনে মগন তায়।
কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান; পাঠ শেষে তব এ"নববিধান,"
অনুরাগী যাহে উল্লাসিত প্রাণ, ভবপ্রেমে মত্ত কীর্ত্তন গায়॥ ১৫২৭

রাধামোহন মিশ্র।

[৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।]

সবেরি—একতালা।

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যেজে মনুজ কলেবর॥
আক্ষেপ অতি অল্প কালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানিলে; দেহ ছিল জর জর।
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর॥
ভয়ানক তুফান নীল-দর্পণে, জজ ওয়েল্‌সের কোপাগুণে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর॥
কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন
অনেক বাছায়, অনেকের দোষ শুধুরে গেছে,
যারা ছিল দোষের সাগর॥
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর॥

মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়াছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর॥ ১৫২৮
—— ৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[কলিকাতায় কলের জল।]

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

বিপদ কল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জলে,
গালে হাত ভাব্‌ছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ দানা পায় না আস্থাবলে।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাহিক কারও ঘরে;
একটী দিন না মাথা ধরে; সবাই আছে কুতূহলে।
রাম নাম সত্যবাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলিজ মহলে।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটানা জলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জলে।
জানাচ্ছে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে।
হেল্‌থ্‌ আফিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দে'খে কবিরত্ন বলে॥ ১৫২৯
৺ প্যারিমোহন কবিরত্ন।

———

পিলু বারোয়া—খং।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা, মলিন মুখী।
নদীতে ওঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
জলে ফুলমুখী লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়, শূন্য মাঠ স্তব্ধপ্রায়,
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ দুখী॥ ১৫৩০

অক্ষয়কুমার বড়াল।

[প্রতাপ সিংহ।]

কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি, আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তায় ঘোর অন্ধকার।
দিবস যাতনা পরে, দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখি ধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে, নব দুখে জাগরিতে,
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আর॥ ১৫৩১

দামোদর মুখোপাধ্যায়।

[ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি।]

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রথম সুর।

কেনরে ঝরে নেত্র ব্রহ্মপুত্র আমারে বল বল।
ও তোমার যে প্রতাপে, জগৎ কাঁপে,
সে প্রতাপ সব কোথায় গেল ;—

আছ রমণীয় বেশে, মনোক্লেশে,
নীল সাড়ী কে পরাইল। (ওরে ব্রহ্মপুত্র)॥
ভারতের নারীর মত, অবিরত,
বদ্ধ হ'য়ে এই কি হল,—
সর্ব্বদাই মনোদুখে, ঘোমট মুখে,
তাই বুকে চড়া পড়িল। (ভারতের দুখে শোকে)॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, বোঝে না তাই লজ্জা হলো;—
তাইতে নীল বসন দিয়ে, মুখ ঢাকিয়ে, চড়ায় দেখাও বক্ষঃস্থল
(মূল শুকায়ে গেছে)।
কাঙ্গাল কয় ওরে নদ, ধরি পদ ওরে একবার ও মুখ তুলে বল;—
নদ আর নদীর ধারা, যাচ্ছে তারা, সাগরের দিকে কেবল!
(সকলের একই গতি)॥ ১৫৩২
হরিনাথ মজুমদার।

[নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে।]
সুরটমল্লার—একতালা।

নীল দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেচে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেচে॥
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে।
ইডন্, গ্রান্ট্ মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে, পোড়ার মুখ দেখাইতেছে॥

বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার কোরে,
নির্দ্দোষী নংকে ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥
ওয়েল্‌স, পিকক্‌, জ্যাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * * হাজার-টাকা ফাইন কোরেছে ॥
নিদারুণ সেনটেন্স শুনে, সিংহ বাহাদুর দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্‌টার গ্রেট তায় তাকে
হয়েছে ॥
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্‌ হেট্রেড্‌ খুব জেগেছে ॥
বেঞ্চে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার কোরে গেছে ॥
মহারাণী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুক্তি, ধীরাজ এই বলিতেছে ॥ ১৫৩৩

ধীরাজ।

আলেয়া—একতালা।

বুক ফেটে যায়। (দুখে) *

এই কি সে স্থান সেন-রাজধানী, বঙ্গের গরিমা আনন্দের খনি।
বাণভট্ট আদি পণ্ডিত যথায়, আর্য্যধর্ম্ম তরে এসেছিল হায় ॥

* বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল সেন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া।

নৈষধ প্রভৃতি সুকাব্য কমল, বিকাশি যেথানে ছাড়ি পরিমল।
পূর্ণ করেছিল বাঙ্গালি-হৃদয়, সেই পুণ্যভূমি এই কি সে হয়॥
হায় কিরে আজি নেহারি নয়নে, উপকথা সম বোধ হয় মনে।
কোথা সেই বল রাজার আলয়, বিচার-ভবন হিন্দু-সৈন্যালয়।
পূর্ব্ববঙ্গভাগ্যে এই কিরে ছিল, রাজকীর্ত্তি সব রসাতলে গেল।
স্মরিতে তাঁদেরে আজি কিছু হায়, এ পোড়া নয়নে দেখিতে
না পায়॥
গজারি পাদপ বল কি কাহিনী, হাতী-বাঁধা খুঁটি ছিলে
নাকি তুমি।
বিপ্র আশীর্ব্বাদ করিয়া মাথায়, প্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে
শোভিত শাখায়॥
জাতীয় গৌরব স্বজাতীয় রাজা, ধনপূর্ণ দেশ শান্তিযুক্তপ্রজা।
বল না পাদপ বল না আমায়, এ সুখের সব গেল যে কোথায়॥
তুমি নাকি ভাই হেরেছ নয়নে, বঙ্গরাজ-বালা হরষিত মনে।
সতীত্ব রতন রাখিতে হেথায়, পশেছিল সবে জ্বলন্ত চিতায়॥
বল না পরিথা জুড়াই শ্রবণ, কেবা করেছিল তোমায় সৃজন্।
কেমন মুরতি কেমন হিয়ায়, শোভিত সে রাজা বল না আমায়॥
বিনয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, তপ, দান, আদি নবগুণ উৎকর্ষ কারণ,
ছিল বিভূষিত যাঁহার আজ্ঞায়, প্রতি হিন্দুজাতি কুল মর্য্যাদায়॥
আজি কেন সেই নম্রতার স্থলে, ঔদ্ধত্য বিকাশে প্রতি
কুলে কুলে।
আচার বিনয় হায়রে কোথায়, বল না বিরাজে বল না আমায়॥
বুঝেছি পরিথা বুঝেছি এবার, বাঙ্গালী সন্তান দেখিয়া অসার।
মনোদুঃখে তাই দলের চাপায়, আবরিছ তনু তোষ না কথায়॥

ভাবিয়ে যে চিত্ত হয় রে অবশ, বাঙ্গালীর চিতে নাহি ফিরে রস
জড়সহ আজি সমবেদনায়, কেন রে কাঁদি না লুটিয়া ধরায়॥
মিত্র, গুহ, বসু আদি যত ঘোষ, সেন, গুপ্ত আদি যত
দাস, রোষ।
বন্দ্য, মুখ, চট্ট, গঙ্গ উপাধ্যায়, আসি এই স্থানে লুটাও ধরায়॥
জাগাও পূর্ব্বের স্মৃতি মনে মনে, তোমরা কি ছিলে সেই
শুভদিনে।
দেখ একবার সেই তুলনায়, ভীরু হ'লে কত তলে ডুবে যায়॥
নাহি সে গৌরব নাহি সে সম্মান,
পর পদাঘাতে সদা ম্রিয়মাণ।
ন অন্ন ন বস্ত্র পেটের জ্বালায়,
পতিত বাঙ্গালী ঘুরিয়া বেড়ায়॥
তাই বলি আজি ওরে কুসন্তান,
প্রতি বর্ষে সবে মিলি এই স্থান।
লইয়া বিভূতি বসিয়া চিতায়,
যোগ সিদ্ধি কর সেই সে উপায়॥ ১৫৩৪

অক্রূরচন্দ্র সেন।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুঃখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজন যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক্ হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।
সীমাহীন বারিরাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে, নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া॥ ১৫৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[সরস্বতীর বন্দনা।]

কোথা গো ভারতী মাতা জগৎ বন্দিনি!
তব কৃপাগুণে এসে, রঙ্গভূমি মাঝে এসে,
কাতরে ডাকি মা তোমায় বাক্‌বাদিনী॥
তব ইচ্ছা বিশ্বময়, হয়ে মানসে উদয়,
দাসে দাও পদাশ্রয়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
তুষিতে এই সভাজনে কিছু না জানি॥ ১৫৩৬

অজ্ঞাত।

[রহস্য গীত।]

তোমরা সবাই ভাল। (ওগো)
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভাল।
আমাদের এই আঁধার ঘরে, সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো,
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধু, একটুকু ঝাঁকালো।

বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমরা কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো। (মরি হায়)
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো॥ ১৫৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"God save the Queen" গানের অনুবাদ।

[ভারতেশ্বরীর কল্যাণ গান।]

রাণীরে তারহে, চিরায়ু কর হে, হে ঈশ্বর!
করহে জয়িনী, মহিমা শালিনী, সবার পালিনী, হে ঈশ্বর!
কলহ থামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক, শান্তি বিরাজুক,
আশীষ নাথ।
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান্‌।
কৃষী, রাজগণ, জাতি সাধারণ, মানুক শাসন, ঘুষুক নাম।
সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অধীশ্বর!
পূরব পশ্চিম, গা'ক্‌ হ'য়ে সম—
"রাখ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর॥" ১৫৩৮

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে।]

ভৈরবী—ঠুংরী।

জয় যীশু গুণনিধি ভক্ত চূড়ামনি দেব-মানব-কুল-পাবন।
চরিত নির্ম্মল সুন্দর কোমল দীনজন-দুঃখ-নাশন॥

পাপ অপরাধ দেখি জগতে দহিল তব প্রাণ মন,
বিষম সে ভার ঘোর দুরাচার মস্তকে করিলে ধারণ।
পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে,
ভ্রমিলে দীনের মতন ;
পরদুঃখে দুঃখী হ'য়ে সব সুখ ত্যায়াগিয়ে,
শিখা'লে চরম সাধন।
ক্ষুধা নিদ্রা গৃহ-নিবাস পরিহরি, সেবিলে পিতার চরণ ;
(আহা) "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক" বলে
চিরদিন করিলে আত্ম-বিসর্জ্জন।
সুকুমার শিশু যথা, মরিলে না কহে কথা,
তেমনি তোমার আচরণ ;
(আহা) অনায়াসে শত্রু-করে, ধরা দিলে আপনারে,
ক্রুশাঘাতে বধিতে জীবন।
ধন্য তব পুণ্য-নাম অনুপম গুণগ্রাম স্মরণে ঝরে দু'নয়ন ;
তোমার চরিতামৃত, হউক মম শোণিত,
বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন॥ ১৫৩৯
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

[ঈশ্বরভক্তদিগের সম্বন্ধে।]
মুলতান—একতালা।

জয় ঈশা-মুসা মহম্মদ শাক্য গৌর সুন্দর।
জয় ব্রহ্মানন্দ (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্কর।
জনক নানক শুক যাজ্ঞবল্ক্য ধ্রুব শিব যোগিবর,
প্রহ্লাদ নারদ রাম বাসুদেব কবীর তুলসী শঙ্কর।

অদ্বৈত নিতাই জগাই মাধাই শ্রীবাস গঙ্গাধর ;
দাস রঘুনাথ সেন রামপ্রসাদ মোহন পল লুথর।
রূপ সনাতন রাজা রামমোহন হরিদাস সাধু অঘোর ;
রায় রামানন্দ দাউদ রাজেন্দ্র এব্রাহেম নরেশ্বর।
সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গী সীতা সতী যত সুরবালা অমর ;
স্মরিয়া সকলে উঠ হরি ব'লে হ'বে নিরমল অন্তর॥ ১৫৪০

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

[কেশব বাবু সম্বন্ধে।]

দেশ মল্লার—একতালা।

হায় মা এ কি করিলি !
যে ধনে ভারত ছিল ভাগ্যবন্ত,
দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি।
নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা,
লাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
আচার্য্য কেশবে পাঠাইয়ে ভবে,
কোথায় আবার তারে লুকাইলি।
যুগ যুগান্তরে দুই এক জন, জনমে এমন মানব-রতন,
বিলায় জগতে হরি প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি ;
আহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন,
লীলা রস-রঙ্গ প্রেমের মিলন,
গড়ে কত করে নিজ হাতে ধরে,
কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি॥ ১৫৪১ ঐ

[ইংরাজের প্রতি।]

ভৈরবী—একতালা।

সেই এক দিন এই এক দিন, কি দিন আজ হে তোমার।
শোভে আজ কিবা সৌভাগ্য-তপন ভালে তব চমৎকার॥
সামান্য পসরা মস্তকেতে করে,
বেড়া'তে ভারত-সিন্ধুতীরে তীরে,
সেই তুমি আজ ভারত-অধিরাজ, আরাধ্য দেবতার॥
লভিতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভারতে,
দাঁড়াইতে যাঁ'দের আগে যোড় করে,
আজ তাহাদের সুত তব পদানত, কালগতি বুঝা ভার॥
অতি সাবধানে সঙ্কুচিত প্রাণে,
পদ বিক্ষেপিতে তুমি যেই স্থানে,
সদম্ভ তব গমনে তথায় কম্প আজ বসুধার॥
জগৎ-প্রধান জাতি সবে রণ,
করে যুগে যুগে যাহার কারণ,
তব করগত আজ সেই ভারত, ধরণীর রত্নসার॥ ১৫৪২

দীননাথ ধর।

[ভিক্টোরিয়ার প্রতি।]

বাউলে কবির সুর—আড়াঠেকা।

ও মা ভিক্টোরিয়া বল্‌ব কিছু দুখের সমাচার;
তোমার সোণার রাজ্য ভারতভূমে হচ্চে বড় অত্যাচার।
যখন ভারতভূমি ছিল গো মা কোম্পানির হাতে,
এই ধর্ম্ম নিয়ে বিষম বিরোধ উঠ্‌ল মা তা'তে;
সাহেব "টোটা" কাটার হুকুম দিয়ে ঘটিয়েছিল মহামার।

তা হইতে তুমি আপন হস্তে ল'য়ে রাজ্য ভার,
দিলে ঢেঁড়া পিটে প্রজাগণে উভয়-ইস্তেহার ;
মোদের রক্ষা কর্‌বে জাতি খ্যাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম কুলাচার।
এখন সে হুকুম ত রদ হ'ল মা সেই খেদে মরি,
আছে সাম্‌নে জুজু হৃদয় খুলে বল্‌তে ভয় করি ;
এরা উচিত বল্লে রেগে ফুলে অমনি ঢুকায় কারাগারে,
তোমার হাইকোর্টের জজ মহামতি নরেশ, বাহাদুর,
ও সে এজ্‌লাসেতে আন্‌লে টেনে হিন্দুদের ঠাকুর ;
এমন উচ্চ বেঞ্চের হাকিম হ'য়ে ভাব্‌লে না মা একটী বার।
মোদের ভারতসুহৃদ্ সুরেন্দ্রনাথ উৎসাহী অতি,
তিনি স্বার্থত্যাগী অনুরাগী দেশ-হিতে ব্রতী ;
দেশের আচার বিচার দুষ্য দেখ্‌লে করে থাকেন হাহাকার।
তুমি এ ক্ষমতা দিয়েছ মা এডিটারগণে,
এরা বল্‌তে পার্‌বে উচিত কথা উঠ্‌বে যা মনে,
তবে কি দোষে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এ যথেচ্ছাচার।
তোমার প্রতিনিধি লর্ড রিপন সদ্‌গুণের আধার,
তিনি দিতে চান্ মা প্রজাগণে উচিত অধিকার ;
যত ক্ষুদ্রচেতা ক্ষুদ্র জুটে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে তা'র।
ও মা তা'রা যেমন কোলের প্রজা আমারও তেমন,
এতে বিভিন্ন ভাব দেখ্‌লে পরে দুখে পোড়ে মন,
কেন এক জনে কুড়া'বে রত্ন অন্যে কর্‌বে ঢেউ শুমার।
আমরা কাতর প্রাণে তাই কান্দি মা চরণে ধরি,
তুমি সামান্য নয় ধরাধামে রাজরাজেশ্বরী ;

ও গো আমরা জানি মহারাণী পক্ষপাত নাই তোমার।
আমরা দুঃখী বটি রাজরাণী নই গো ক্ষুদ্রাশয়,
ও মা রাজভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ এ হৃদয়;
ও মা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথা আছে প্রচার॥ ১৫৪৩

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

দুনিয়াদারি কি ঝকমারি বানালে বেহাল,
না পূরে মনেরই আশা হামেশা জঞ্জাল।
হায় কি ফকিরী মজা না রাখে কার তোয়াক্কা,
উড়ায়ে বেগমী ধ্বজা খুসী হামেহাল॥
হায় কি আপসোস থোড়া, পা থাকতে হয়েছি খোঁড়া,
কোথা পাব টাকা তোড়া ব্যস্ত সদাকাল॥
বলতে মুখে আসে হাসি, মনে করি যা'ব কাশী,
পরিবার সব গলায় ফাঁসী রয়েছে একপাল।
গ্রহ-দোষে হাত খালী, ছেড়ে গেলে দিবে গালী,
অমরের ভরসা কালী ইহ-পরকাল॥ ১৫৪৪ অমর।

[পঞ্জাবের পুরুরাজার সৈন্যগণের সমর গান।]

খাম্বাজ—একতালা।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

আমরা ডরাইব না, ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন॥
তা হ'লে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥ ১৫৪৫

—— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আড়ানা বাহার—তেওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ,
আর সহে না প্রাণে এ নীল দাহন।
দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছ সকল ধন কি আর আছে এখন।
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি-জল, পোড়া'তে স্বর্ণভবন॥ ১৫৪৬

—— ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

কবির সুর।

নীল বানরে সোণার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের * * হু'ট এডিটার,

এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার।
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ॥ ১৫৪৭

——— ৺ দীনবন্ধু মিত্র।

[মাতার প্রতি প্রিন্স নেপোলিয়নের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে (ওগো মা, মা)
জুলুহস্তে মরি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে।
ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ'লেম এখন
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে।
জন্ম মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে।
জননী আমার তরে, বৃথা চিন্তা শোক ক'রে,
প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকে দুখিনীর বেশে।
এক মাত্র ভগবান্, ক'রে সদা মনে ধ্যান,
শীতল ক'রো তাপিত প্রাণ, বলি পরিশেষে ॥ ১৫৪৮

——— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[তৃতীয় নেপোলিয়ান সম্রাটের উক্তি।]

সিডান যুদ্ধে।

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন উইমফেন, বল অকারণ, করিবারে রণ, এই সিডানে।
বৃথা বীরগণ, হইবে নিধন, সহিবে না তাহা মম পরাণে ॥
জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই, আত্ম-সমর্পণ করিবারে যাই,
করালীর মান, হ'লো অবধান, নিদয় বিধির, ঘোর বিধানে ॥
নৃপ বোনাপার্ট মম জ্যেষ্ঠতাত, যাঁহার কারণে, ফরাসী বিখ্যাত,

তাঁ'র সেই নাম, আমি না শিলাম,
শত্রু পদে আজ অস্ত্র প্রদানে ॥ ১৫৪৯
—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[শিশুর হাসি।]

আসাবরী—আড়া।

শিশু সুধাময় হাসি হাস আরবার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার ॥
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট-কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়া'ক নলিন মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্ত-নীরে, প্রতিবিম্ব তা'র।
হাস তবে চারু ফুল হাস আরবার ॥ ১৫৫০
—— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[কোকিল।]

সোহিনী বাহার—আড়া।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা' অভিলাষী।

হ'য়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তা'ই এ বিজনে আসি ॥ ১৫৫১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[অশ্রুজল।]

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সথে তুমি মানব-সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমায় গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥ ১৫৫২ ঐ

[বিগত শৈশব।]

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়া'তাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বারবার রে।

আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে॥ ১৫৫৩

—— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[নিদ্রা।]

আলেয়া—আড়া।

এস শান্তিময়ী দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত-সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।
এস শান্তিময়ী দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল॥ ১৫৫৪

ঐ

[শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

কি আছে কি দিব গুরো আমরা (এ শিষ্যগণ) গুরুদক্ষিণা।
সুশিক্ষার প্রতিদান কি আছে মোরা জানি না।
পূজিতে তব চরণ, মিলিয়াছে শিষ্যগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহারে, পূজিব (আজি) বাসনা।

যদিও উছলে শোক ; স্মরিয়ে তব বিয়োগ ;
উন্নতি লভিছ পুনঃ ভাবি (মনে) পাই সান্ত্বনা।
প্রীতি-মাল্য লও হে করে ; গেঁথেছি যতন ক'রে,
রে'খ মনে দয়া করি ; মিনতি (কভু) ভু'ল না॥ ১৫৫৫

অজ্ঞাত।

[ভিক্টোরিয়া-গীতি।]

বিভাস খাড়ব—মধ্যমান।

বিশাল-তড়াগ-নীরে, শোভে যথা কমলিনী ;
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে ! য়ুরুপে তুমি তেমনি।
রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি-লতা,
জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী !
নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদ্ভূত হ'য়েছ,
জননী তুমি, সে হেতু তোমার ;—
পূরব পুরুষগুণ, ঘুষিয়া তোমার পুনঃ
কীর্ত্তিরাজী বরণির, পূরিত যাহে ধরণী॥ ১৫৫৬

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[গ্যাসের আলো।]

ভৈরবী—একতালা।

আভা যা'র নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এঁ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়।
নিশাগম্য পথচর এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনী-ছটা এবে আর কেবা চায় ? ১৫৫৭ ঐ

[রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ।]

ভৈরবী—একতালা।

বেগশালী বাষ্পরথ, ঘণ্টায় দিনের পথ
ছুটে যায়; এ ভারতে তুমি গো ছুটালে তায়।
মনের সমান ধায়; যথায় তথায় যায়;
এ হেন তাড়িত যন্ত্র ভারতে তব কৃপায়!
আরো আমাদের তরে নিয়ত যতন ক'রে,
কতই সাধিছ হিত এক মুখে ক'ব কা'য়?
প্রতি লোমকূপ যদি কথা কয় নিরবধি,
তথাপি করিতে শেষ নারিবে নারিবে তায়॥ ১৫৫৮

শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর।

[বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুসম্বন্ধে।]

(শ্মশান ভূমিতে রচিত।)

আর কি তেমন করে দাসের গলা ধরে,
কর‍্‌বে নবনৃত্য দেখ্‌বো নয়ন ভরে।
আর কি শ্রীমন্দিরে, বেদীর উপরে,
বসে উপদেশ দিবে মধুর স্বরে।
আর কি মধুমাখা প্রিয়-সম্বোধনে,
বল্‌বে হরি-কথা বিডন-উদ্যানে,
আর কি পথে পথে, প্রেমানন্দে মেতে,
মাতাইবে নগরবাসী নারীনরে।
আর কি তেমন কোরে কমল কুটীরে,
সঙ্গিগণে লয়ে বসিবে দরবারে,

নব নব বিধি, ওহে গুণনিধি,
হেসে হেসে আর কি শুনা'বে সবারে।
আর কি টাউন হলে উৎসবে উৎসবে,
স্বর্গের সম্বন্ধ সুগম্ভীর রবে,
মত্ত সিংহ হ'য়ে জলন্ত উৎসাহে,
আর তেমন করে শুনা'বে সবারে।
ভাই রে তোমার দেখা পা'ব না ত আর,
মা তোমায় লয়েছেন ক্রোড়ে আপনার;
তাই করজোড়ে, বলি বিনয় করে,
মায়ের সঙ্গে থাক হৃদয়-মাঝারে॥ ১৫৫৯

কুঞ্জবিহারী দেব।

[হিন্দুস্থানী সঙ্গীত।]

খাম্বাজ—লক্ষৌ ঠুংরি।

(লক্ষৌ পরিত্যাগ কালে ওয়াজিদ আলী সাহার উক্তি।)

যবে ছোড়ে চলে লক্ষৌনগরী।
কাহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি॥
আদামা গুজারি, সাদা মা গুজারি
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি॥ ১৫৬০

ওয়াজিদ্ আলী সা।

খাম্বাজ—লক্ষৌ ঠুংরি।

(এইসি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া।
হজরত যাঁতিহি লণ্ডন কো।

মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে।
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া॥ ১৫৬১ ঐ

—— ওয়াজিদ্ আলী সা।

খাম্বাজ—লক্ষৌ ঠুংরি।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিয়ে;
মায় তো জঙ্গলা সেহারা বিয়াবানা ফিরে।
তানাথাকা মালি, পাহনি কাকালি।
কারা যোগেনাকা সামান ফিরি।
পূরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ।
দিল্লিসহরা মুলতানা ফিরি॥ ১৫৬২ ঐ

——

[গয়া বুদ্ধমন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি-সম্মুখে।]

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কে জানে মহিমা তোমার বিভু।
নাহি অন্ত নাহি অন্ত বলিলে ফুরায় না কভু॥
কা'রে কর বনবাসী, কা'রে কর সন্ন্যাসী,
কা'রে কর উদাসী, যা'রে যেমন রাখ।
বুদ্ধ রাজপুত্র ছিল, কে তা'রে এমন কৈল?
তুমি হে জগৎপতি, মাতাইলা বিশ্বভূমি।
নিরঞ্জন নদীপ্রায়, তব প্রেম সদা ধায়,
আকাশে পাতালে গঙ্গা অপার করুণা প্রভু॥ ১৫৬৩

অমরচন্দ্র দত্ত।

——

[লক্ষ্ণৌ গোমতী-তীর।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

এ ভাবে নবাব তব কত দিন যা'বে বল।
অভাব স্বভাব করি কত দিন র'বে বল॥
কপোত কপোতীদল, উড়া'তেছ হে কেবল।
অপরে ভুঞ্জিছে আজ ও ছত্র মঞ্জিল॥
কত শত বর্ষ হায়, তব এই ভাবে যায়,
ভাবিয়া গোমতী সতী ফেলে অশ্রুজল॥ ১৫৬৪

অমরচন্দ্র দত্ত।

[আগ্রার তাজ দর্শনে।]

বাউলে সুর।

প্রেমের এমন চিহ্ন দেখি নাইকো ভাই।
তাজের তুলনা আপনি তাজ, আর তুলনা দিতে নাই॥
ধন্য প্রেম তোমার মহারাজ,
ধন্য বাদ্‌শা তুমি ধন্য, ধন্য মমতাজ,
বাদ্‌শা তোর প্রেম স্মরণ করে মনে লয় ধরায় লুটাই।
তাজে বাজে শব্দে বাজনা
হারমোনিয়াম হারি মানে, নাইকো তুলনা;
দেখে পাষাণে প্রেমের লীলা অবাক্ হ'য়ে আছি তাই॥ ১৫৬৫

ঐ

[বৃন্দাবন।]

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হরি বলে ডাক রে মন, ডাক রে মন এক মনে।
দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে॥

হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জ-কানন,
হরি হৃদয়-রতন, ঢাক রে মন সযতনে।
(এথা) হরি বলে হরিদাস, করিলে প্রেমে উদাস,
স্বর্গপুরী দেখাইলা এই বৃন্দাবন।
হরি হে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,
স্বর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্চনে॥ ১৫৬৬

অমরচন্দ্র দত্ত।

[জয়পুর-ঘাট।]

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা মনোহর করি সাজায়েছ এই ধরা।
মা তথাপি এ প্রাণ কেন তোমারে যে না দেয় ধরা॥
শোভা দেখে মনে হয়, সৌন্দর্য্যের পরিণয়,
দিয়েছ লাবণ্যসনে তাই এখানে এমনি ধারা।
ফুলগুলি বদন তুলি, চেয়ে আছ নয়ন খুলি,
ময়ূর ময়ূরী কত নাচিছে পেকমধরা।
গিরিশ্রেণী দাঁড়াইয়ে, রয়েছে রক্ষক হ'য়ে,
যেন এ উদ্যানে নারে প্রবেশিতে ফুল-চোরা।
নির্ঝরিণী দুই ধারে, নূপুরের ধ্বনি করে,
গিরি হ'তে সরোবরে বহিছে বিমল ধারা।
জয় জগতেশ্বরী, কি অপূর্ব্ব জয়পুরী,
আমি যেন এ জনমে তোমার না হই চরণছাড়া॥ ১৫৬৭

ঐ

[হস্তিনাপুর দর্শনে।]

ভয়রোঁ—ডিমে তেতালা।

উঠ সবে ধানুকী।
দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য আজি,
কোথা পিতামহ তুমি দ্রোণ গুরু স্বামী,
ভীম বৃকোদর অর্জ্জুন ধনুঃশর লয়ে উঠিবে না কি॥ ১৫৬৮

অমরচন্দ্র দত্ত।

[লাহোর সালিমার উদ্যান দর্শনে।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরিনু কানন।
থাকে থাকে থেকে থেকে উঠেছে কেমন।
আহা আহা আহা মরি, এই কি স্বর্গের সিড়ি,
বৈকুণ্ঠের পথ—যাহা পারে নাই দশানন॥ ১৫৬৯ ঐ

পাহাড়ী—আড়া।

বিরলে বিজন বনে কে মা তুমি বিষাদিনী?
অবিরল নেত্রজলে ভাসিছে বদনখানি!
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি?
কোন দুঃখে ম্লান মুখ নয়ন নীরবাহিনী!
অকৃতি সন্তানগণ, করেছে কি অযতন,
তাই গৃহবাস ত্যজে হইয়াছ প্রবাসিনী? ১৫৭০

রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ।

[মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ।]

পিলু—পোস্তা।

পরদুঃখ হেরি যা'র কাঁদে প্রাণ।
সেই ত মনুষ্যমাঝে, দেবতা সমান।
অনাথ দুর্ব্বল জনে, স্নেহপূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তা'র দুখ মোচনে,
সেই ত মানবকুলে পুরুষ প্রধান॥
অধীনী কামিনীকুল-ক্লেশ-নিবারণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই বিখ্যাত ধীমান॥
হিন্দুকুল-কামিনীর বৈধব্য-যন্ত্রণা,
ঘুচা'তে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান॥ ১৫৭১

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[কৃষ্ণদাস পাল সম্বন্ধে]

গৌরী—একতালা।

হিন্দুহিতৈষী কে আর দেশের মাঝার।
কৃষ্ণদাস বিনা আর, কে আছে বাঙ্গলার॥
হরিশ-আসন করিয়ে উজ্জ্বল,
সতত সাধিছে দেশেরি মঙ্গল,
বিদ্যা বুদ্ধি বল, বিচার কৌশল,
মরি কি গভীর তার। সে বিনা বাঙ্গলায়॥

রাজ-অত্যাচার, কুবিধি প্রচার,
যাহাতে অনিষ্ট হয় গো প্রজার,
নিবারণ তা'র করে গো যাহার,
অমোঘ লেখনীধার। লেখনীকৃপাণ-ধার ॥
হিন্দুর ধরম মান স্বাধীনতা,
জাতি-ব্যবহার সুনীতি সুপ্রথা,
রক্ষণ করিতে অন্তরেতে সদা,
জাগিছে যতন যা'র। সে বিনা বাঙ্গলার ॥ ১৫৭২

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

[হাইকোর্টের জজ ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের শোকে
বঙ্গভূমির বিলাপ।]

মূলতানী—আড়া।

বিনায়ে বঙ্গ-জননী কাঁদি'ছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে ব্যাকুল হ'য়ে অন্তরে ॥
কেন রে নির্দ্দয় শমন, বাঙ্গলার গৌরব-তপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন করে ॥
হায়! কে আর তেমন করি, বিচার আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যেরি সন্ধানে—
নির্ভয়ে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়-তুলা ধরি করে ॥
হায়! সৌহার্দ্দ উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি—
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেরি মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বল, করিবে বঙ্গ-ভিতরে ॥ ১৫৭৩ ঐ

[বাবু স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস সম্বন্ধে।]

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো রে বিচার,
প্রিয় ভাই স্বরেন আজি গেল কারাগার।
বলিতে বিদরে হৃদয়, পেল ন্যায় পরাজয়,
এ বিচার কি আইনে কয় ওহে ধর্ম্ম-অবতার॥
"ইংলিশম্যান" প্রিয়তমে, কি মন্ত্র শুনা'লে কাণে,
তাতে জ্বলে ক্রোধাগুণে আদর্শ হ'ল প্রচার।
নাহি ক্ষমা ন্যায়বিধি, বসে প্রতিশোধে যদি,
কার কাছে বল কাঁদি, কে করিবে স্ববিচার॥
এ সাধনা কি সিদ্ধি হবে, এ ভাব কি মনে তবে,
নীরব ভারত র'বে, কাঁদিতে নারিবে আর॥
বলিতে দুঃখ ফুকারি, তা'তে ভয় মনে করি,
পাছে বা অবজ্ঞা বলি বাস হয় কারাগার।
নয়নের জলে হায়, এ আগুন নিভা দায়,
জ্বলিবে সহস্র শিখায়, ভারতের হৃদাগার।
এস বঙ্গবাসী চলে, যেতে হয় যাব জেলে,
কত দহি তুষানলে মরণের কি ভয় আর।
কোথায় প্রভু লর্ড রিপণ, কারে বলি এ বেদন,
দেখো মাগো ভিক্টোরিয়ে ভারতে কি স্ববিচার॥ ১৫৭৪

অজ্ঞাত।

[গঙ্গাসাগরে পুত্র ভাসান।]

ঝিংঝিট—আদ্ধা।

ও রে যাদুমণি, কোন্ প্রাণে তোমাধনে,
সঁপিব সাগরে, এ হেন রতনে।
মায়ের অন্তরে, এত কি সহে রে,
আর না হেরিব, এ পোড়া নয়নে।
আরাধন করে, দেবতার বরে,
পেয়ে সে ধনে আমি, বঞ্চিত এখনে।
ও রে দারুণ বিধি, এ কি তব বিধি,
দিয়ে এহেন নিধি, ফিরিয়ে নিবি কেনে।
পিতঃ রতনাকর, এই মিনতি ধর,
নাশিও এ পোড়া প্রাণে, প্রাণ-পুতলি সনে।
মানস করিয়ে, সুত সমর্পিয়ে,
কামনা প্রভু যেন রেখো তব মনে। ১৫৭৫

অজ্ঞাত।

[গোলাপ ফুলের প্রতি।]

ও রে শোভায় অতুল গোলাপের ফুল, কাছে আয় আমার।
আমি হৃদিপরে তোরে ধরে দেখি দেখি একবার॥
একে রূপ তুলনায় অতুল,
আবার গন্ধে তুমি আমারে যে করেছ বাতুল,
তোরে কে সৃজিয়ে, কেবা দিল,
রূপ গন্ধ চমৎকার। (একাধারে)
সুন্দর কে করিল তোরে,
ও রে গোলাপ কেমন সুন্দর তায় বল মোরে;

যদি তুমি দেখে থাক তাঁরে,
তবে দেখাও রে আমায়। (তোর রূপের রূপ)
গোলাপ রে মোর হৃদয়পুরে,
তুমি ব'সে সেই রূপের কথা কও মধুর স্বরে,
আমি তোর মুখে, সুখে সুখে,
সুখে শুনি রে তাই বারেবার। (সেই রূপের কথা)
কাঙ্গাল কয় গোলাপ ফুল হেরে,
ও রে যে জন সেই রূপের স্বরূপ চিন্তা না করে,
ও তার গোলাপ তোলা কেবল জ্বালা,
কাঁটা ফোটা হয় রে সার॥ ১৫৭৬

হরিনাথ মজুমদার।

[ময়ূরের প্রতি।]

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর।)

ও রে ময়ুর বল্ রে মোরে,
কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে।
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ,
রঙ্গের পোষাক পরায়েছে।
তুমি রে কা'র সোহাগে, অনুরাগে,
প্যাকম্ ধ'রে বেড়াও নেচে।
একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা চাঁদের রেখা তায় শোভিছে,
যে তোরে এমন করে চিত্র করে,
সে চিত্রকর কোথায় আছে।

ময়ূর তোরে সর্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
দুটী পা কুৎসিত করেছে,
সে তোরে একাধারে, রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে ॥
কাঙ্গাল কয় এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর,
সে যে আমার জগৎ মাঝে ;
ও রে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত,
না পেয়ে নিগুর্ণ বলেছে ॥ ১৫৭৭

হরিনাথ মজুমদার।

[হিমালয়ের প্রতি।]

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর।)

ও রে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি,
বল একবার আমার কাছে।
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে,
সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে।
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়,
কেবা তোমায় হিরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক,
চুনি মনি টোপর মাঝে।
ও রে তোর মাথার উপর, এমন টোপর,
কোন কারিগর গড়ায়েছে।
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার দুটী নয়ন ঝরিতেছে,
তাইতে ঝর্ ঝর্ নিরন্তর, নির্ঝরের জল পড়িতেছে।

কাঙ্গাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে।
অথবা ভারতের দুখ, দেখে রে
বুক ফেটে পাষাণ গলিতেছে। ১৫৭৮
হরিনাথ মজুমদার।

[পাহাড়ের প্রতি।]

("গুরু বলরে বল—সুর।)

পাহাড়, বল্‌রে বল্ বল্ আমায় রে ;
নিত্য নূতন নূতন সাজে কে তোরে সাজায় রে
(পাহাড়, কে তোরে সাজায় রে)।
কভু তৃণ, গুল্ম, লতায়, আচ্ছাদন করিস্ রে কায়,
সুবিমল শ্যামল শোভায়, নয়ন জুড়ায় রে ;
যখন দেখি দূরে থাকি, মনে বড় হইরে সুখী,
সর্ব্বাঙ্গ তুই রাখিস্ ঢাকি,
সুনীল ধূমায় রে (পাহাড় সুনীল ধূমায় রে)।
মেঘের মাঝে লুকাস্ যখন, খুঁজে দেখা পাই না তখন,
ধ রস্ রূপ মেঘের মতন, চিন্‌তে পারা দায় রে ;
যখন সান্ধ্য-সূর্য্যকরে, লোহিত মেঘে গগন ঘেরে,
তখন কে তোয় সোহাগ ক'রে
আবীরে সাজায় রে (পাহাড় আবীরে সাজায় রে)।
তোর উপরে উঠি যখন, মর্ত্ত্যে দেখি স্বর্গের স্বপন,
নিসর্গের ক্রীড়া কানন, দেখে প্রাণ জুড়ায় রে,

নির্ঝরেতে বাদ্য করে, পাখী গায় স্খলিত স্বরে,
কাদম্বিনী তোর শিখরে,
ময়ূরে নাচায় রে (পাহাড় ময়ূরে নাচায় রে)।
দেখ্‌লে তোর অতিথিশালা, নিবে যায় রে সকল জ্বালা।
ভাবাবেশে শান্তির গলা, ধর্‌তে প্রাণ চায় রে ;
শিলাতল শয্যা শীতল, বৃক্ষে দেয় সুমিষ্ট ফল,
নির্ঝরিণী দিয়ে জল,
আতিথ্য যোগায় রে, (পাহাড় আতিথ্য যোগায় রে)
(তোর) প্রশান্ত গম্ভীর মূরতি, দেখে মনে জন্মে প্রীতি,
তাইতে যোগী, ঋষি, যতি, থাকে তোর গুহায় রে ;
ও রে পাহাড় উচ্চ শিরে, দিন রা'ত্‌ তুই খুঁজিস্‌ কারে,
কার প্রেমে তোর নয়ন ঝরে,
নির্ঝর বলে যায় রে (পাহাড় নির্ঝর বলে যায় রে)।
মনে বড় হয় অভিলাষ, সদায় করি তোর সহবাস,
(তুই) শান্তি পথের পান্থ নিবাস, তপস্বীর আশ্রয় রে ;
ওরে পর্ব্বত যাঁর রচনায়, শোভিত হ'স্‌ তুই নানা শোভায়,
পাগল বলে বল্‌রে আমায়,
দেখেছিস্‌ কি তায়রে (পাহাড়, দেখেছিস্‌ কি তায় রে) ॥ ১৫৭৯

[আর্য্যসন্তানের প্রতি।]

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান।
ও যার তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ ॥ সদা,

ও যার হেরে বীর্য্য বল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল ;
দিক্ দিগন্তরে শূন্যভরে, উড়িত বিজয় নিশান, (ও যার) ॥
শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগ-তত্ত্ব আত্ম জ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর এক দিন চক্ষুদান ;
ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে চ'লে যেত পুষ্পযান ॥
ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল।
রক্তময় হত যত নদ নদীর জল,
বোসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে, পাখী করত রক্তপান ॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার ;
দেখ্‌লে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার প্রাণ ॥
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই সকলই বিফল।
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে সকল হারা'য়ে
শ্মশান ॥ (ভারত)। ১৫৮০

হরিনাথ মজুমদার।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

প্রথম ভাগ

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর

[প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়।]

(আভিধানিক নিয়মানুসারে।)

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।—ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। পশ্চিম হালিসহর বাঙ্গালা ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার রচিত "আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময়" সঙ্গীতটী অতি সুন্দর।

৺ অমৃতলাল গুপ্ত।—কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি একজন। ইঁহার নিবাস ঢাকা—রঘুনাথপুর। স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিতেন। "দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন" সর্ব্বজনপ্রিয় সঙ্গীতটী ইঁহারই রচিত। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ এই গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের রচিত মনে করেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এ।—ইঁহার নিবাস বরিশাল জিলা, বাটাজোর গ্রাম। ইনি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী। ইঁহার রচিত নব্য বঙ্গের প্রতি লক্ষ্য গীতগুলি অতি উপাদেয়।

আদিনাথ দাস।—ঢাকার অধীন মহেশ্বরদী পরগণা ইঁহার জন্মস্থান। এক সময়ে ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে সাদরে গীত হইত। ইঁহার "কত দয়া তব মানবে" গানটী ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত।

আনন্দচন্দ্র নন্দী।—ইনি ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ৺ দেওয়ান রামদুলাল মুন্সীর

পুত্র। সাধক বলিয়া ইঁহার বন্ধুগণ ইঁহাকে "আনন্দ স্বামী" উপাধি দিয়াছেন।

আনন্দ চন্দ্র মিত্র।—বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশের একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার অনেক গানে "পথিক" ভণিতা আছে। ইঁহার রচিত "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা"; "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মজয়" ইত্যাদি সঙ্গীত ব্রাহ্ম, হিন্দু, সকলেরই মুখে শুনা যায়। ইনি সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ পটু।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।—কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বণিক রামদুলাল দে সরকারের পুত্র। ইনি ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গান রচয়িতা বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ইনি অনেক শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।—"সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার রচিত কবিগান অতি সুন্দর। সুবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীন বন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ইঁহার শিষ্য। হাস্যরস উদ্দীপক কবিতা রচনায় ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস।—কলিকাতা নগর ইঁহার জন্মস্থান। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ইঁহার কোন কোন নাটক বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

ওয়াজিদ্ আলী সা (নবাব)।—ইনি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইহার লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ কালে "যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌ নগরী" সর্ব্বজন বিদিত গীতটী রচিত হয়। অযোধ্যাবাসীগণ এক সময়ে এই গীতটী অতিশয় উত্তেজনার সহিত গাহিত। ইনি শেষ জীবন কলিকাতা মেটেবরুজে কাটাইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

কবীর।—ইনি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। জাতিতে জোলা ছিলেন। কাশীর নিকট ইহার জন্মস্থান। ইহার শিষ্যগণ "কবীর-পন্থী" নামে পরিচিত। কবীরের ধর্ম্ম উপদেশ অতি উত্তম। ইহার "তনমনসে যো ঈশ্বর কো জানে" গীতের ভাব অতি উচ্চ। ইনি অনুমান ১৩৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে জন্মধারণ করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (সাধক)।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকাকাল্না স্থানে খৃষ্টীয় ১৮০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি উচ্চসাধক ও চরিত্রবান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহার গুণে মোহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র ইহাকে তাঁহার সভাপণ্ডিত ও গুরুপদে বরণ করেন। ইঁহার সাধনার সুবিধার নিমিত্ত বর্দ্ধমানের অধীন কোটালহাট নামক স্থানে মহারাজ ইঁহাকে একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মহারাজ প্রতাপচাঁদ ইহার শিষ্য ছিলেন। ইহার শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি অতি মনোহর। ইনি সুগায়ক ছিলেন। অনেকের

মুখে তাঁহার গান শুনা যায়। কথিত যে কমলাকান্ত কোন স্থানে যাইতে দস্যুহস্তে পতিত হন। দস্যুরা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি "আমার আর কিছু নাই শ্যামা, তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা" গানটী করেন। এই গানে দস্যুগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। একদিন কমলাকান্ত স্বপনে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হন, এবং নিদ্রা-ভঙ্গে না দেখিয়া এই গানটী রচনা করেন। "হায় গো আমার কি হলো। হৃদি সরোজ মাঝারে কাল কামিনী লুকালো॥ যখন নয়ন মুদে ছিলাম, তখন তারা ছিল, চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকে মিশায়ে গেল"।

কামিনী সেন বি, এ, (কুমারী)।—"আলো ও ছায়া" পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গীতগুলি অতি মধুর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। নিবাস বরিশাল জেলা। বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন।

কালীনাথ রায়।—কলিকাতার নিকট টাকিগ্রামবাসী। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কালে ইঁহা হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। ইহার রচিত "অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা"; "ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়। ইনি বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

কালীনারায়ণ গুপ্ত।—ঢাকা জেলার অধীন ভাটপাড়া গ্রামবাসী। বিখ্যাত সিভিলিয়ান কে, জি, গুপ্তের পিতা। ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত আছে।

কালীবাবু।—ইহাঁর নাম কালীনাথ দাস (শীল)।—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরে "সীতার বনবাস" যাত্রার পালা রচনা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সর্ব্বসাধারণ ইহাঁকে "কালী বাবু" বলিত। ইহাঁর কোন কোন সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে অতিশয় প্রচলিত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—"বান্ধব", "প্রভাত চিন্তা", "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি কেবল সুলেখক তাহা নহে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান বক্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির ভাব ও রচনা অতি সুন্দর। এক সময়ে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এখন জয়দেবপুর রাজার মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

কালীদাস ভট্টাচার্য্য।—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচর ইহাঁর নিবাস। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কালীমের্জ্জা (মিরজা)।—ইনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে গান করিতেন। পরিচ্ছদ ফিট্‌ফাট্ ছিল বলিয়া লোকের নিকট হইতে "মের্জ্জা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

কিশোরীলাল রায়।—ইহাঁর বাসস্থান বগুড়া। ইনি এক জন চিন্তাশীল লেখক বলিয়া পরিচিত। ইহাঁর মনোহরসাই ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনগুলি অতি মনোহর।

কুঞ্জবিহারী দেব।—কলিকাতা নগরবাসী। কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সংসৃষ্ট। ৺ কেশব বাবুর একজন ভক্ত। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরণীয়।

৺ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।—শান্তিপুর—ভাজনঘাটা নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম। ইনি বহুকাল ঢাকা নগরে অবস্থান করিয়া "স্বপ্ন বিলাস", "রাই উন্মাদিনী", "বিচিত্র বিলাস" ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতপূর্ণ যাত্রা গান সকল রচনা করেন। ইহাঁর রচিত যাত্রাগান বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহার যাত্রার পক্ষপাতী। গীতের সুর ও রচনা অতি মধুর।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। পাঠকতা করা ইহাঁর ব্যবসায়। ইহাঁর রচিত গীত ও নূতন সুর অতি মনোহর। "জানি কার রূপসাগরে ঝাপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে" এবং ঐ প্রকারের আরো ২।৩টী গীত পূর্ব্ববঙ্গবাসী সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই অতি আদরের সামগ্রী। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, গান করিবার এখনও বিলক্ষণ শক্তি আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।—যশোহরের অধীন সেনহাটী গ্রামে জন্ম। "সদ্ভাবশতক" পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গীয় কবিগণের

মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনিই "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ইঁহার "অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল" সঙ্গীতটী অনেকের মুখে শুনা যায়।

(মহারাজা) কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—নবদ্বীপের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও সাধক ছিলেন। ইঁহার শ্যামা-বিষয়ক "অতি দুরারাধ্যা তারা" সঙ্গীতটী অতি সুন্দর। ১৬৯২ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ইঁহার সভাসদ ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা ছিল। ইঁহার রচিত "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন" গীতের ন্যায় বৈরাগ্যভাব উদ্দীপক গীত কম দৃষ্ট হয়। অনেকে এই গানটী ভ্রমবশতঃ রামমোহন রায়ের মনে করেন।

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।—বর্দ্ধমান জিলায় ইঁহার বাসস্থান। ইঁহার রচিত দেশাচার বিষয়ক সামাজিক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।—ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ হরিভক্ত লালাবাবুর পিতামহ।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।—ইনি কলিকাতা নগরে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। নানা বিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের গৃহে ইঁহার বিশেষ আদর।

৺ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্ম। ইঁহার রচিত "গাওহে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" গীতটী ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল। "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি ক'রে" সুন্দর জাতীয় সঙ্গীতটী ইহাঁরই রচিত। অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।—বঙ্গীয় নাট্যসমাজে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলিকাতার নাটককার ও অভিনেতাদিগের মধ্যে ইনিই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতি-নাট্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গীতগুলির সুর, ভাব, ও পদবিন্যাস অতি সুন্দর। নব্য বঙ্গ সমাজে ইহাঁর গীত অতীব আদৃত। ঘরে ঘরে গিরিশ বাবুর গান শুনা যায়।

৺ গোবিন্দ অধিকারী।—ইহাঁর জন্মস্থান জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর। বঙ্গদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। "মানভঞ্জন" ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অন্যান্য অনেক যাত্রার পালা রচনা করিয়া ইনি অতি যোগ্যতার সহিত গান করিয়াছেন। অতিশয় অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁর কীর্ত্তনের সুরের গীতগুলি বড়ই মনোরঞ্জনকারী। প্রায় ২০ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। সঙ্গীতপ্রিয় লোকদিগের মুখে ইহাঁর অনেক গান শুনা যায়। তৃতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে ইহাঁর উৎকৃষ্ট গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।—ঢাকা জিলা বাসী। "নব্যভারতে" ইহাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর সুরাপান বিষয়ক সঙ্গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান। বহুকাল যাবৎ আগ্রানগরে বাস করিতেছেন। এখানেই যমুনাতীরে হৃদয় স্পর্শকারী যমুনালহরী ("নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও") গীতটী শুভক্ষণে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটী গাহিতে গাহিতে ভারতের দুঃখে পাষাণ মনও বিগলিত হইয়া যায়। ইহাঁর রচিত "কতকাল পরে বল ভারত রে" গীতটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে অতি আগ্রহের সহিত গীত হইত। গোবিন্দ বাবু স্বভাব-কবি। এই দুইটী গীত রচনা করিয়াই ইনি অক্ষয় যশলাভ করিয়াছেন।

গৌরমোহন সরকার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি" সঙ্গীতটী ইহাঁর গীত রচনার নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে।

চন্দ্রমোহন শাপ্‌লা।—বরিশাল জিলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাগান রচয়িতা। ইনি পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।—যোড়াসাঁকো নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ইহার "সরোজিনী নাটক" অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাঁর রচিত "ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দকারী" ব্রহ্মসঙ্গতটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে গীত হইয়া থাকে। "এখনো এখনো প্রাণ সে নামে সিহরে কেন" প্রণয় সঙ্গীতটীও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৺ জগন্নাথপ্রসাদ বসু।—কলিকাতা অঞ্চল ইহাঁর বাসস্থান। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইহাঁর পৌরাণিক এবং প্রণয় সঙ্গীতগুলি এক সময়ে নিধুবাবুর গীতের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল।

তানসেন (মিঞা)—ইনি মোগলসম্রাট আকবর বাদসাহার সমকালে জীবিত ছিলেন। ইহাঁর নাম ভারত খ্যাত। সঙ্গীত বিদ্যাতে নিপুণ বলিয়া সম্রাট ইহাঁকে বিশেষ আদর করিতেন। ইহাঁর রচিত রাগিণীতে "মিঞা" শব্দ যুক্ত আছে। যথা, মিঞা মোল্লার। মিবারের রাজা রাজারামের নামে তানসেন অনেক ধ্রুপদ গীত রচনা করেন। তজ্জন্য অনেক ধ্রুপদে রাজারামের নাম শুনা যায়। এপর্যান্ত এদেশে সঙ্গীত বিষয়ে তানসেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মায় নাই। কথিত আছে, ইনি যখন দীপক ও মেঘমল্লার রাগিণীতে গান করিতেন, তখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত এবং মেঘ বর্ষণ হইত।

তুকারাম—ইনি বোম্বাই প্রদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-কবি। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি বঙ্গদেশে যেমন সর্ব্বত্র গীত হয়, ইহাঁর সঙ্গীতও দক্ষিণ ভারতে সেইরূপ গীত হইয়া থাকে।

তুলসীদাস।—কাশীর অন্তর্গত রামনগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুকবি ও সাধক ছিলেন। হিন্দী ভাষাতে রামায়ণ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইহাঁর রচিত দোঁহাগুলি বিশেষ উপদেশপ্রদ। ইনি ১০০০ বঙ্গাব্দে কাশী অসিঘাটে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। ইনি "রামচন্দ্র" নামে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। প্রথম

জীবনে বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। কোন ঘটনাতে স্ত্রী একদিন ইহাঁকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন "যদি তুমি ঈশ্বরের জন্য এইরূপ কাতর হইতে, না জানি কি ফল পাইতে"। তুলসীদাস এই ভৎর্সনা শুনিয়া "কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চেতনা হইল। ইনি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। "পাথর পূজনে হরি মিলেত মুই পূজ পাহাড়" ইত্যাদি বাক্য তাঁহার দোঁহাতে আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।—শান্তিপুরের নিকট ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইহাঁর অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে। ইনি উপস্থিত বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে বিশেষ পটু। ৺ কেশবচন্দ্র সেন ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইতেন। ইহাঁর কোন কোন পুস্তক "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" লিখিত বলিয়া বাহির হইয়াছে। ইহাঁর রচিত অধিকাংশ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন অতি হৃদয়গ্রাহী। ইনি যখন ভক্তিভাবে গান করেন, তখন শ্রোতাগণের মন বিগলিত হইয়া যায়।

দরাব আলী খাঁ।—ত্রিপুরা জিলা ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি সৈয়দ জাফর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। ইনি যবন হইয়াও শক্তির উপাসক ছিলেন। ইহাঁর শ্যামাবিষয়ক গীত বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।—বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি "অবলাবান্ধব" পত্রিকা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে পরিচিত। স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়ে বহুযত্ন করিয়াছেন।

দেশের "জাতীয় সঙ্গীত" সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্ব্ব প্রথম শিক্ষিতদিগের হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহার রচিত কয়েকটী স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক সঙ্গীত অতি সুন্দর। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না" সঙ্গীতটী এক সময়ে উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

দাশরথী রায়।—১৮০৪ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বাঁদমুড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি রাঢ়িয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কবিতাপ্রিয় ছিলেন। দাশু রায়ের পাঁচালী বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। উপস্থিত বিষয়ে যখন তখন সঙ্গীত রচনা করিতে ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি প্রথমতঃ কবির দল করিয়া গাহিতেন, তৎপরে পাঁচালীর দল করেন। পাঁচালীর দল করিয়াই দাশুরায় নামে খ্যাত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইনি হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসের গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথম বয়সে আঁকা বাইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, যে দাশুরায়ের সকল গীত সুরুচি সঙ্গত নহে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পুত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে একজন পণ্ডিত, দার্শনিক ও সুকবি বলিয়া পরিচিত। সঙ্গীত রচনা বিষয়ে পটু। ইঁহার রচিত "কর তার নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ", "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি" ইত্যাদি গান ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত

ইহাঁর "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" জাতীয় সঙ্গীতটি অনেকের মুখে শুনা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ।—কৃষ্ণনগর জিলা নিবাসী। নবদ্বীপের রাজার দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের পুত্র। ইনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত "আর্য্য গাঁথা" পুস্তক সুন্দর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। রহস্য-গীত রচনাতেও ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছে। ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৺ দীনবন্ধু মিত্র (রায়বাহাদুর)।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়ীয়া গ্রাম ইহাঁর আদিম বাসস্থান। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে জন্ম হয়। ডাক বিভাগে উচ্চ কার্য্য করিতেন। যে "নীলদর্পণ" নাটকের কোন অংশ অনুবাদ করাতে পাদ্রী লং সাহেব কারাগারে গমন করেন, ইহাঁর সেই প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রথম ঢাকা নগরে প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ নাটক প্রচার দ্বারা নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক প্রশমিত হইয়াছিল। নাটক রচনা দ্বারা দীনবন্ধুর ন্যায় দেশের উপকার কেহই করেন নাই। ইনি সুরসিক লেখক ছিলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

দীননাথ ধর।—হুগলী জেলায় ইহাঁর নিবাস। ইনি কয়েক বৎসর ঢাকা নগরে গবর্ণমেন্টের উকীল ছিলেন। রসিকতাপূর্ণ কথা ও গল্পের জন্য ইনি অনেকের নিকট বিশেষ পরিচিত। সঙ্গীত রচনাতেও ইহাঁর ক্ষমতা মন্দ নহে।

দীনবাউল।—পাবনা জিলাবাসী। ইহাঁর প্রকৃত নাম

গোলোকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ইহার রচিত "বাউল সঙ্গীত" গুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও জনসাধারণ প্রিয়। ইহার "বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে" গীতটী সর্ব্বত্র প্রচলিত।

দীনেশচরণ বসু।—ঢাকা জিলা ইহার জন্মস্থান। "কবি-কাহিনী" পদ্য পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গীত গুলির ভাব এবং রচনা অতি সুন্দর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)।—সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৩৯ শকে কলিকাতা নগরীতে জন্মধারণ করেন। সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইনি ঈশ্বরভক্ত বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। ৺ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সাধারণ ইহাঁকে "মহর্ষি" উপাধি প্রদান করেন। সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে এবং বিপন্ন ব্যক্তির উপকারার্থে অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। ইহাঁর রচিত কয়েকটি গান গভীর উপদেশ ও ভাবপূর্ণ। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পরিচালক। ইহাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" পুস্তক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ।

দীরাজ।—তেলিনীপাড়া ইহাঁর জন্মস্থান। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রসিকতাপূর্ণ সঙ্গীতগুলি বড়ই চমৎকার ও আমোদপ্রদ। দুঃখের বিষয় ইহাঁর অধিক সঙ্গীত পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুল দেখিয়া মিস্‌কার্পেণ্টারের

সহিত কলিকাতা আসিবার সময় যে গাড়ী উলটিয়া পড়িয়া যান, তৎসম্বন্ধে এবং মিস্‌কার্পেণ্টারকে লক্ষ্য করিয়া ধীরাজ যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ ইহাঁকে "ধীরাজ" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তদবধি ইনি "ধীরাজ" নামেই পরিচিত। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।—হুগলীর অধীন বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটী) গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান প্রচারক। প্রসিদ্ধ বক্তা ও চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। "তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন; নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন" গীতটীর ভাব ও রচনা অতি সুন্দর।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।—১২০২ সনে বৰ্দ্ধমান জিলার অধীন নান্দাল গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ইহাঁর প্রাণে ধৰ্ম্মভাব জাগরিত হয়। ৭১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর রচিত শ্যামাবিষয়ক গীত গুলির রচনা সুললিত ও ভাব হৃদয়গ্রাহী।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।—বৰ্দ্ধমান জিলায় যামুদহ গ্রামে ইহাঁর জন্ম। উচ্চ সাধক ও শক্তি উপাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা সহরে ভিখারীদের মুখে ইহাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

(গুরু) নানক।—১৪৬৯ খৃঃ অব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী

গুরুদাসপুর গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক। শিখদিগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রথম গুরু। ইহাঁর শিষ্যদিগকে "নানক-পন্থী" বলে। ইনি "নানক সা" নামে খ্যাত। ইহাঁর রচিত ভজনগুলি অতি মনোহর। "গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে" সঙ্গীতের ভাব বড়ই উচ্চ ও উদার। ইনি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন।

নিমাইচরণ মিত্র।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী। ইহাঁর রচিত "পর নিন্দা পর পীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না" এবং আরো কোন কোন গীত অতি উৎকৃষ্ট। অজ্ঞতা বশতঃ ইহাঁর গানও অনেকে রাজা রামমোহন রায়ের মনে করেন।

নীলমণি ঘোষ।—ইনিও রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের লোক। ইহাঁর রচিত "শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিন তো মিছা গেল বয়ে" এবং আরো কোন কোন গান বিশেষ বৈরাগ্যভাব উদ্দীপক।

নীলরতন হালদার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। ইহার রচিত "ওহে পথিক মন, কোথায় কররে গমন" গীতটীর ভাব অতি সুন্দর।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।—বৈঁচি ষ্টেশনের নিকট চোৎখণ্ড আলিপুর গ্রাম ইহার জন্মস্থান। শক্তি-সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলিপুরের ঘাটে যে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও ঐ স্থানে দেখা যায়।

নীলকণ্ঠ অধিকারী।—বীরভূম জিলা কেন্দুবিল্লের নিকট ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী।

ইহার ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলি অতি মধুর ও ভক্তি-ভাবপূর্ণ। ইহাঁর রচিত "কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার" এবং আরো কোন কোন গীতের ভাব অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী।

পাগ্‌লা কানাই।—যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহ নামক স্থানে জন্মধারণ করেন। ইহাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউলে গীত মধ্যবাঙ্গালা প্রদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

প্যারিচাঁদ মিত্র।—ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে "টেকচাঁদ ঠাকুর" নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতা মহানগরী ইঁহার বাসস্থান। সুবিখ্যাত লেখক ৺ কিশোরীচাঁদ মিত্র ইঁহার ভ্রাতা। ইঁহার সঙ্গীতগুলি বেশ ভাবপূর্ণ। "আলালের ঘরের দুলাল", "মদ খাওয়া একি দায়, জাত্ রাখার কি উপায়", "যৎকিঞ্চিৎ" ইত্যাদি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিমোহন কবিরত্ন।—১৭৫৬ শকে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সাহাজুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা প্রসিদ্ধ কমলাকান্ত ইহার খুল্ল প্রপিতামহ। প্যারিমোহনের সঙ্গীতে বিশেষ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম, রহস্য এবং অন্যান্য সকল প্রকার গীত রচনাতেই ইনি বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্যারিমোহন একজন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত-কবি ছিলেন। এক সময়ে কলিকাতার ধনীদের গৃহে ইঁহার বিশেষ আদর ছিল। ইঁহার রচিত "কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন", "যার পয়সা নাই ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল" ইত্যাদি গান

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত। ইঁহার রহস্য গীতগুলি অতি হাস্যরস উদ্দীপক। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে এই সকল গীত স্থান পাইবে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে প্যারীমোহনের মৃত্যু হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।—শান্তিপুরবাসী। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্য করেন। অনেককাল জামালপুর ষ্টেশনে ছিলেন। ইহার "সঙ্গীতহার" পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। পুণ্ডরীকাক্ষ্য বাবু একজন সুগায়ক বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত। ইঁহার পিতা সঙ্গীত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুকালে পুণ্ডরীকাক্ষের হস্তে সেতার দিয়া তাঁহাকে বাজাইতে ও গান করিতে বলেন। বাজনা ও গান শুনিতে শুনিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৺ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলি।—কুমারখালী ইহার জন্মস্থান। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গীতাবলীর মধ্যে "ফিকির" ভণিতার অধিকাংশ গান ইঁহারই রচিত। ইঁহার অনেক গান পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। "ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে" কীর্ত্তনটী ঘরে ঘরে প্রচলিত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় প্রফুল্ল বাবু অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৫ সনে চব্বিশ পরগণা জেলার অধীন কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি অতি

প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ইঁহার "বন্দে মাতরং" জাতীয় সঙ্গীতটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত। "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" প্রণয় গীতটীও বঙ্গীয় যুবক যুবতী সমাজে বিশেষ আদরণীয়। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ইনিই বাঙ্গলার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক।

(সাধু) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শান্তিপুর অদ্বৈত বংশে জন্মধারণ করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। ইঁহার ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণে অনেক কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়। ইনি এখন ঢাকা নগরে অবস্থান করেন। ঈশ্বর প্রেমিক বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ইনিই ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্ব প্রথম সঙ্কীর্ত্তন গীত রচনা ও প্রচার করেন। ইঁহার গীতগুলি অতি সুন্দর ও সরল। গোস্বামী মহাশয়ের গীত তাঁহার মুখে শুনিতে বড়ই মধুর।

৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোলপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার শ্যামাসঙ্গীতগুলি উচ্চভাব ব্যঞ্জক। বর্দ্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদের নামে যে সকল গীত দৃষ্ট হয়, কথিত যে সেই সকল গীত তর্কবাগীশের সাহায্যে রচিত। বিপ্রদাস রাজা মহাতাপচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।—ইনি বহরপুর নগরে বাস করেন। ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের অতি আদরের বস্তু। "এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে", "তরু বল্‌রে বল" ইত্যাদি গান সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। ইঁহার সঙ্গীতের ভাব অতি মধুর ও উচ্চ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।—ইনি "সারদা মঙ্গল" পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের কবিদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার ধর্ম্ম ও প্রেমসঙ্গীত অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। কলিকাতা নগর ইঁহার বাসস্থান। "নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার" প্রণয় সঙ্গীতটী অতি সুন্দর।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতা ইঁহার বাসস্থান। ইনি নাট্যামোদী ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। অভিনয় কার্য্যে বিশেষ পটু। ইঁহার রচিত গানগুলির ভাব ও রচনা বিশুদ্ধ।

৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতার নিকট বেহালা গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বহুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি ঈশ্বর ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ইনি সূর্য্য, চন্দ্র, পর্ব্বত, সমুদ্র ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটী উচ্চভাবপূর্ণ গীত রচনা করিয়াছেন।

(মুন্সী) বেলায়েৎ হোসেন।—কলিকাতা শিয়ালদহ ইঁহার বাসস্থান। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা সঙ্গীত রচনা বিষয়ে যে প্রকার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইঁহার পরমার্থ ভাবপূর্ণ পদাবলীগুলি অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। গুণী ব্যক্তি বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইনি "কালীপ্রসন্ন" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার প্রণয় সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্ট।

ভুবনচন্দ্র রায়।—ত্রিপুরা জেলার অধীন শ্যামগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার কালীবিষয়ক সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অল্পকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ ভৈরবচন্দ্র দত্ত।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। রাজার ন্যায় ইনিও বৈরাগ্যবিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট গীত রচনা করেন। ইহাঁর রচিত "অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা" গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়।

মতিলাল রায়।—ইনি পশ্চিম বঙ্গের একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী। জেলা বৰ্দ্ধমানের অধীন ভাতৃশালা গ্রামে ইহাঁর জন্মস্থান। নিমাই সন্ন্যাস, রামবিদায়, বিজয় বসন্ত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডব নির্ব্বাসন, সীতা-হরণ, ইত্যাদি বিষয়ে ইহাঁর যাত্রার পালা আছে।

৺ মধুকান (কিন্নর)।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোপাল নগর গ্রামে ইহাঁর জন্মস্থান। গান করা ইহাঁর ব্যবসায় ছিল। ইনি বিখ্যাত চপ সঙ্গীত রচয়িতা মোহনদাস বাউলের শিষ্য। মধুসূদন কিন্নর ইহাঁর পূর্ণনাম। খেয়াল ভাঙ্গা সুরে গান রচনা করিয়া মধুকান এক সময়ে এদেশের লোকের মন মোহিত করিয়াছিলেন। মধুসূদনের চপ সঙ্গীতের সুর অতি মিষ্ট। তাঁহার গীতের রচনা ও ভাব মাধুর্য্য সামান্য ছিল না। ইহাঁর চপ সঙ্গীত চারিভাগে বিভক্ত। কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস।

মনোমোহন বসু।—কলিকাতা নগরবাসী। নানা বিষয়ে নাটক লিখিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর হাফ্-আকড়াই কবি সঙ্গীতগুলি অতি প্রশংসনীয়। অন্যান্য বিষয়েও ইহাঁর অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে। ইহাঁর "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন"

জাতীয় সংগীতটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই গীতটী শিক্ষিতগণের মুখে যথা তথা শুনা যায়।

৺ মদন মাষ্টার।—কলিকাতার একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী ছিলেন। ইনি, নানা প্রকার সখের যাত্রার পালা করেন। ইঁহার দলে অনেকগুলি লোক ছিল। এখনও "বউ" মাষ্টারের দল বলিয়া একটী যাত্রার দল আছে।

(মহারাজা) মহাতাপ চাঁদ।—ইনি বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত রাজা। সঙ্গীতের উন্নতি বিষয়ে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজার সঙ্গীত রচনাতে সাহায্য করিতেন।

(রাজা) মহিমারঞ্জন রায়।—ইনি রঙ্গপুর জেলার অধীন কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর। ইনি দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত।

(রাজা) মহেন্দ্রলাল খান।—মেদিনীপুরের অধীন নাড়াজোল নামক স্থানের সুবিখ্যাত জমিদার। সঙ্গীত রচনায় ইঁহার বিশেষ পারগতা আছে। ইনি কৃষ্ণলীলা ও শারোদোৎসব বিষয়ে অতি সুন্দর সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।—বঙ্গীয় ১২৩৫ (১৮২৮ খৃঃ অব্দে) সালে যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষনদ তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে সদরদেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺ রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে, জাহ্নবী দাসীর গর্ব্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বীতরাগ ছিল।

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে একজন ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রৌঢ় বয়সে বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আইসেন। কবিতার কল্পনা রাজ্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন বলিয়া বারিষ্টারি কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই। বাঙ্গলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা ইনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। ইহাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ "মেঘনাদবধ কাব্য" ইহাঁকে বঙ্গবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১২৮০ (১৮৭৩ খৃঃ অব্দ) সালে কবিবর মাইকেল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কলিকাতা নগরে ইউরোপীয়দিগের সমাধি স্থানে যথোচিত সম্মানের সহিত ইহাঁর দেহ প্রোথিত হইয়াছে। বিলাত যাইবার সময় বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়া "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" সুন্দর কবিতাটী লিখিয়া গিয়াছিলেন।

মীরাবাই।—ইনি রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ উদয়পুরের রাণী। সর্ব্বদাই ইনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন। ইহাঁর অনেকগুলি ভজন আছে। দ্বিতীয়ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়।—ইনি সাধারণতঃ "দেওয়ান মহাশয়" বলিয়া পরিচিত। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুর রঘুনাথ রায়ের পিতা ব্রজকিশোর রায় ও তাঁহার বংশধর দিগকে "মহাশয়" উপাধি দেন। ১১৫৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী চুপীগ্রামে রঘুনাথের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুনাথ বর্দ্ধমান রাজার দেওয়ান হন। ইনি বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। তেজশ্চন্দ্র

বাহাদুরের আদেশক্রমে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ কলাবিতের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। "অকিঞ্চন" ভণিতাযুক্ত গীতগুলি দেওয়ান মহাশয়ের রচিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং সঙ্গীত রচনাতে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে জাহ্নবী তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর পৌত্র হরমোহন রায় বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইহাঁর সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিশ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

রমাপতি রায়।—হুগলী জেলার অধীন চন্দ্রকোণা ইহাঁর জন্মস্থান। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

রসিকচন্দ্র রায়।—ইনি যশোহর জেলার একজন প্রসিদ্ধ

পাঁচালীকার। ইঁহার ভবানীবিষয়ক গীত যশোহর ও বরিশাল জেলাতে বিশেষ প্রচলিত ও আদৃত। ইঁহার রচনা-মাধুর্য্যও কম নহে।

রাজকৃষ্ণ রায়।—ইনি বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। নাটক রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী। ইঁহার রচিত প্রহ্লাদ চরিত্র গীত ও জাতীয় সঙ্গীত অতি সুন্দর। ইনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত; কলিকাতা মহানগরী ইঁহার নিবাস।

রাজমোহন আম্বলী।—ইঁহার নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। ইনি পূর্ব্ববাঙ্গালায় একজন প্রসিদ্ধ শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল গত হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাধানাথ মিত্র।—ইনি অনেকগুলি উত্তম গীত-নাট্য রচনা করিয়া কলিকাতা নগরে অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার রচনা অতি সরল ও প্রীতিপ্রদ। ইঁহার রচিত জাতীয়-সঙ্গীতগুলি উদ্দীপনা পূর্ণ।

(দেওয়ান) রামদুলাল মুন্সী।—ইনি ১১৯২ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা জেলার অধীন কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট আফিসে সেরেস্তাদারী কার্য্য করেন। অবশেষে ত্রিপুরা মহারাজার দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৫৮ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি শক্তি উপাসক ও শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালাতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার রচিত "ওগো জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি" গীতটী অতি সুন্দর ও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন।—সম্ভবতঃ ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে হালিসহর পরগণার অন্তর্বর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলভূষণ রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে, পারস্য, সংস্কৃত হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মুহুরিগিরি কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি একদা তাঁহার প্রভুর জমাখরচের খাতার মধ্যে "আমায় দেও মা তবীলদারী" গীতটী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারি এই লেখা দেখিয়া রামপ্রসাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রভুকে জানান। কিন্তু প্রভু রামপ্রসাদের গান দেখিয়া সুখী হইলেন এবং রামপ্রসাদকে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও গীত রচনাশক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা ভূমি নিষ্কর ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে একজন পাগল-কবি ছিলেন। ইনি রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে ভাল বাসিতেন। রাজা মধ্যে মধ্যে কুমারহট্টে যাইয়া কবিতা যুদ্ধ দেখিতেন। কথিত যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাও ইঁহার গানে মোহিত হইয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ স্বভাব-কবি ছিলেন। ইঁহার শ্যামাবিষয়ক পদাবলী বঙ্গবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। "তারা তোমার আর কি মনে আছে" গানটী

গাহিতে গাহিতে, অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত অবস্থায় তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই, ভাবে মৃত্যু। রামপ্রসাদ সুগায়ক ছিলেন না; কিন্তু স্বরচিত সঙ্গীতগানে তাঁহার এমন নৈপুণ্য ছিল যে, পাষাণও দ্রব হইত।

রাজা রামমোহন রায়।—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধা নগর গ্রামে (১৬৯৫ শকের শেষভাগে) ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক বলিয়া ইনি সভাজগতে পরিচিত। প্রথম জীবনে রঙ্গপুরে গবর্ণমেন্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, পারস্য, আরবি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী প্রভৃতি ৮।১০টি ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন। জীবনের শেষ ১৬ বৎসর কলিকাতা নগরে থাকিয়া হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মান্দোলনে জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৩০ অব্দে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎকালীন মোগল সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে ভারতের পরম বন্ধু রামমোহন রায় পরলোক গমন করেন। ইঁহার রচিত বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গলা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই রাজার গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হন। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম মতের বিরোধী ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাজার গান

শ্রবণে কত লোকের যে আধ্যাত্মিক উপকার হইয়াছে তাহা সংখ্যা করা যায় না।

৺ রামরতন মুখোপাধ্যায়।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের সঙ্গী ছিলেন। গমনকালে ভারত সাগরের তরঙ্গ দর্শনে ভীত হইয়া "কোথায় আনিলে আমায়" গানটী রচনা করেন। অনেকে এই গীতটী রাজার রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়।—ইনি নাটোরের প্রসিদ্ধ রাজবংশ-সম্ভূত। ইহাঁর শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও ভক্তিভাব ব্যঞ্জক।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।—বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশোদ্ভব। স্বীয় জীবনে বহু বিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়া, যাহাতে উক্ত দূষিত প্রথা এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য বহু যত্ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। ইহার রচিত কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশা বিষয়ক গীতগুলি পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে।

রূপচাঁদ পক্ষী।—কলিকাতা মহানগরী ইহাঁর বাসস্থান। ইনি "পক্ষীরাজ" উপাধিতে আবাল বৃদ্ধের নিকট সুপরিচিত। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্কা হ্রদের নিকট বাস করিতেন। ১২২১ সালে গৌরহরিদাসের ঔরসে কবি রূপচাঁদ দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে ইংরেজী, বাঙ্গালা, পারস্য এবং উৎকল ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনাতে ইহাঁর অতিশয় আসক্তি ছিল। ইনি বাল্যকালে

"ঘেটুর" গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিতেন। কলিকাতা শাঁখারি টোলাবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ কালাবত ছোট মিঞার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তৎপর ছট্টি খাঁ, কাম্মু খাঁ এবং শ্রীরামপুর নিবাসী কানাই দাস ও মিঞা গোলাম মাহাম্মদের নিকট সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করেন। "পক্ষীর জাতিমালা" নামক নূতন ধরণের সখের পাঁচালীর দল ইহাঁ দ্বারাই গঠিত হয়। এই দল করাতেই রাজা বৈদ্যনাথ, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) নিধুবাবু, মোহনচাঁদ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইহাঁকে "পক্ষীরাজ" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি "রূপচাঁদ পক্ষী" নামে খ্যাত। রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল এবং রহস্য বিষয়ে ইহাঁর অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে। ইনি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের নানা ভাষায় গীত রচনা করিতে পারিতেন। ইংরেজেরা রূপচাঁদ পক্ষীকে রহস্যভাবে "Bird of Paradi-e" বলিতেন। রূপচাঁদ পক্ষী এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লালন ফকীর।—কুষ্টিয়ার নিকট ইহাঁর বাসস্থান। ইনি "লালন সাই" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ইহাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক গীতগুলি ভক্তিভাব পরিপূর্ণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।—ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান প্রচারক ও পরিচালক। কলিকাতার নিকট মজিলপুর গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁর জাতীয় ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গুলিতে দেশ হিতৈষণা ও উচ্চ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর রচিত "পুষ্পমালা" এবং আরও কোন কোন কবিতা গ্রন্থ

বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ আদৃত। ইনি বাঙ্গলা ভাষাতে একজন অতি বিখ্যাত বক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

(মহারাজা) শিবচন্দ্র রায়।—ইনি নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার শক্তি উপাসনা বিষয়ক মালসী গীত অতি মনোহর।

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।—কাণপুর জেলাতে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইনি লাহোর নগরে "দেব সমাজ" নামে এক নূতন ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উর্দ্দু ভাষাতে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। ইঁহার হিন্দী গীত সুললিত ও ভাবপূর্ণ। ইনি "সত্যানন্দ স্বামী" নামে অনেকের নিকট পরিচিত।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকার অধীন বিক্রমপুর ইঁহার জন্মস্থান। অতি অল্প বয়সে "বন-কুসুম" নামক কবিতা পুস্তক লিখিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইঁহার রচিত "কে তুমি গাইছ ওই আর্য্য গুণগান"ও মুদ্র-শাসন আইন সম্বন্ধীয় সঙ্গীতের ভাব ও রচনা প্রশংসার যোগ্য। ইনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত লাহোর নগরস্থ "ট্রিবিউন" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পঞ্জাব ইঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। দুঃখের বিষয় ইনি বাত রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া আছেন।

(কুমার) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।—গুপ্তিপাড়া—বর্দ্ধমান জেলা ইঁহার জন্মস্থান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি কাশীধামে

বাস করিতেছেন। এখন পরিব্রাজক "কৃষ্ণানন্দ স্বামী" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। বঙ্গভাষাতে ইনি বর্ত্তমান রক্ষণশীল নব্য হিন্দুগণের প্রধান পরিচালক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গীতের রচনা ও ভাব অতি সুন্দর।

(কুমার) শম্ভুচন্দ্র রায়।—ইনি নবদ্বীপ রাজবংশ সম্ভুত। ইহার শ্যামা সঙ্গীতের ভাব ও রচনা মন্দ নহে।

(মিউজিক ডাক্তার) রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরকুমার ঠাকুর। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বাল্যকালে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। আলোচনা দ্বারা সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহাঁর এত পারদর্শিতা হইয়াছে যে, ইনি এই জন্য পৃথিবীর অনেক রাজা হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোঁস্বামী ও লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের নিকট গৎ ও রাগের আলাপ শিক্ষা করেন। ইনি ১৮ বৎসর বয়সে ইংরেজী সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭১ অব্দে বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্র জীবিত রাখিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাঁর অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালা সঙ্গীতের মাত্রা ব্যবহার রীতির (Notation) ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনিই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান হইয়া

আইসেন। এইক্ষণ সোলাপুর নগরে জজের কার্য্য করেন। ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি। "বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে", "জয়দেব জয়দেব", "তুমি জ্ঞান প্রাণ", "গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু" ইত্যাদি সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেমন উচ্চ ও গভীর ভাবপূর্ণ তেমনি মধুর। ইঁহার রচিত "মিলে সব ভারত সন্তান একতান মন প্রাণ" জাতীয় সঙ্গীতটীর ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ গীত কম দৃষ্ট হয়। বোধ হয় এইটীই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম জাতীয়-সঙ্গীত।

সুরদাস।—ইনি মথুরা নিবাসী মাথুর ব্রাহ্মণ। জন্মান্ধ ছিলেন। তুলসীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক।

হরলাল রায় বি, এ।—কলিকাতা হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক। ইঁহার "জয় ভব কারণ জগত জীবণ" প্রভাত-সঙ্গীতটী অতি সুললিত। ব্রাহ্মসমাজে ঘরে ঘরে ইহা গীত হইয়া থাকে।

হরিনাথ মজুমদার।—কুমারখালি ইঁহার জন্মভূমি। ইনি কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের দলের নেতা। ই[illegible] সঙ্গীতগুলি অতি সরল ও সাধারণের উপযোগী। পূর্ব্ব বাঙ্গালার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইঁহার রচিত গীতগুলি ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। "কাঙ্গাল", ইঁহার গানের ভণিতা। ৺ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ইঁহাদের দলের একজন প্রধান গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। হরিনাথ বাবুর "কত ভাল বাস থেকে আড়ালে", হিমালয় ও মায়ের প্রতি গীত অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবপূর্ণ।

বর্ত্তমান সময়ে ইনিই পূর্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীত-কবি। সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমত নহে, কবিতাধিক বলিয়াও অনেকের নিকট পরিচিত। ইঁহার রচিত "বিজয় বসন্ত" বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট করুণ-রসাত্মক পুস্তক।

হরিমোহন রায়।—ইনি কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র। ইঁহার যাত্রার দল ছিল। পৌরাণিক ও রামলীলা বিষয়ে ইনি অনেক সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন।

৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।—ইনি পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ঢাকা নগর ইঁহার বাসস্থান। ইঁহার সঙ্গীতগুলির রচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

(কবিবর) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অধীন-ভুরশিট্ট পরগণার অন্তর্গত গুলিটামানক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। ইঁহার রচিত "কবিতাবলী" ও অন্য[illegible]
গ্রন্থ বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে[illegible]
মাইকেল দত্ত ও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-নি[illegible]
বিলাপ-সঙ্গীত অতিশয় প্রাণস্পর্শী। ভার[illegible]
বিষয়ে ইনি যে কবিতা লিখিয়াছেন, [illegible]
দল সম্বরণ করা কঠিন। ব[illegible]
হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবী[illegible]
কোন দেশহিতৈষী বলিয়া[illegible]

"বাজ্বে শিঙ্গা বাজে," বীর গম্ভীর নিনাদে, বাঙ্গালীর [illegible] হৃদয়-তন্ত্রে চিরদিন সমান ভাবে বাজিবে এবং কে বলিতে পারে যে ইহার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে।"

(মুন্সী) হোসেন আলী।—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইনি ত্রিপুরা জেলার অধীন বরদাখাতের [illegible] জমিদার। ইহার শ্যাম-সঙ্গীত ভক্তিভাব পূর্ণ।